অনির্মিত
স্বপ্নগুচ্ছ
ও
জহর
সেনমজুমদার

সম্পাদনা

বৈদ্যনাথ মিশ্র

BOOKS SPACE
Kolkata - 700 009
Email : booksspace2011@gmail.com

978-81-955952-3-5

বিনির্মিত স্বপ্নগুচ্ছ ও
জহর সেনমজুমদার

সম্পাদনা

বৈদ্যনাথ মিশ্র

বুকস স্পেস
২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

BINIRMITO SWAPNAGUCHHA O JAHAR SENMAJUMDAR
Edited by *Baidyanath Misra*

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISBN : 978-81-955952-3-5

বুকস স্পেস কর্তৃক ২বি/৩ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং
বর্ণায়ন, ২বি/৩ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত

পরিবেশক : দমদম জংশন, ১৩৯/৫ পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা-৭০০০৩০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সমীরণ ঘোষ

বিনিময় : ৭০০ টাকা

সূচি

অপ্রকাশিত কবিতা

সমীর রায়চৌধুরী ১৫ মোস্তফা তারিকুল আহসান ৩৫
মানবেন্দ্র সাহা ৫১ সাথী নন্দী ৬১ নিলুফা খাতুন ৭৬
শতাক্ষী কুণ্ডু ৮৯ মুহম্মদ মুহসিন ১০২
সোনালি চক্রবর্তী ১১৬
জয়িতা ভট্টাচার্য ১২০ অলোক বরণ সরকার ১৩৪

অপ্রকাশিত কবিতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ১৪৯ কবির হুমায়ুন ১৬৪ রমিত দে ২০৯
মিঠুন রায় ২৪১ আবেশ মণ্ডল ২৫৪ সুশোভন পাইন ২৭০
কালিপদ বর্মণ ২৮৭ অসীম সরকার ৩০০
ব্রজকুমার সরকার ৩১৫ সুদেষ্ণা মৈত্র ৩৩৩

অপ্রকাশিত কবিতা

গৌতম গুহরায় ৩৪১ বনানী চক্রবর্তী ৩৫১ দেবার্ক মণ্ডল ৪১৮
অমর পাত্র ৪৩৩ গালিবউদ্দিন মণ্ডল ৪৫৩ দীপ্তি দাস ৪৬৫
অভিষেক মণ্ডল ৪৭৯ অবশেষ দাস ৫০১
প্রসূন মাঝি ৫১২ অলোক বিশ্বাস ৫২০
শামীম রেজা ৫৩২

জহর সেনমজুমদারের কবিতা

বনানী চক্রবর্তী

"খুব বেশি কিছু এ জীবনে চাইনি আমি। একটা নদী; নদী তীরবর্তী একটা গ্রাম; আর আলো অন্ধকার মিশ্রিত একটি মাটির বাড়ি; দু-পাশে উঁচু দাওয়া; মাঝখান দিয়ে ঠিক তিনটে ভাসমান সিঁড়ি ওপরদিকে উঠে গেছে। বাড়ির চারপাশ সযত্নে নয়, অযত্নখচিত নানাবিধ বনজঙ্গল, গাছপালা; সরু সরু ভিন্নধর্মী পথ; এদিক সেদিক; আর গহন সঘন পোকারাও আত্মীয়স্বজন; সব কিছুর সঙ্গে অবশ্যই থাকবে আদিম কিছু সাপ; ভাষাহীন; তবুও অন্তরালবর্তী বনে জঙ্গলে সব সময়েই সেও কিছু বলে; এ জীবনে সত্যিই এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি আমি; গেরুয়া সূর্যাস্তের ভিতর আমিও বসে থাকবো নীরব ও নিস্তব্ধ; কিন্তু দেহে মনে কথা বলবো, যে কথা কাউকে বলা যায় না কখনও কোনো দিন; যদি কোনও জীবনদেবতা থাকেন কোথাও, তিনিই শুনবেন...."[১]

আত্মদ্বিরালাপ 'হৃল্লেখবীজ'-এর প্রথম সূচনাতেই কবি জহর সেনমজুমদার জীবনের যে চাওয়া পাওয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে আমাদের হাজির করেছেন সেখানে রয়েছে অনন্ত বিস্ময়। সে যেন এক স্বপ্নপুরী; একজন কবি, স্রষ্টা তিনিই পারেন এই নিভৃত নির্জন বাসভূমি হৃদয়ের কন্দরে লালন করতে, নিজেই সম্মুখবর্তী হতে পারেন নিজের। তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে জীবজগতের প্রযুপ্ত চাওয়া পাওয়া, হৃদয়ের গোপন কন্দরের অজ্ঞেয়কে ছুঁয়ে দেখতে চাইতে পারেন। যে-কোনো সহৃদয় সামাজিকই তাঁর অন্তর মথন অনুভব করেন, অন্তর্লীন তারের অনুরণন সুরের ঝঙ্কার তাঁকেও উতলা করে বলে উঠতে পারে চাই চাই চাই, কিন্তু কীভাবে চাই, কেমন করে চাই তা প্রকাশ করার মতো কিন্নর কণ্ঠ বা তৃতীয় নয়ন কিংবা রহস্যময় চাবি একবার ঝলক দিয়েই তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যায় দূর নীহারিকায়। তখনই তিনি, সেই সামাজিক, সেই পাঠক আর্ত চিৎকার করে ওঠেন, আকাশ বাতাস দীর্ণবিদীর্ণ হয়...কোনো এক অদৃশ্য অজ্ঞেয় স্রষ্টা

কবির কথায় আমাদের জীবনদেবতা মুখ টিপে হাসেন, আর তাঁর অপরাগতার যন্ত্রণাকে প্রশ্রয়ের আঙুল বুলিয়ে উপভোগ করেন।

জহর কবি আবার জহর পাঠক; জহর একাধারে স্রষ্টার অংশ সৃষ্টিকর্তা আবার অন্যপক্ষে একজন সাধারণ যন্ত্রণাকাতর সামাজিক। খিদে, তেষ্টা, যৌন কামনা, তত্ত্ব সংবলিত একজন মানুষ। জহর প্রকৃত অর্থে কি, কবি জহর প্রকৃত অর্থে কি যদি তাঁর কোনো এক কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার কথা দিয়ে বালি—তিনি “আকস্মিক যৌন তৃষ্ণা থেকে অফুরন্ত ঐশী তৃষ্ণায় ক্রমাগত প্রশ্ন কণ্টকিত অদ্ভুত এক নির্বিকল্প মানুষ, জয়ে নয়, পরাজয়ের পথে পথে লুকিয়ে রাখা বৃষ্টি ভেজা সাদা অভ্রদানা,” এবং “নষ্ট ভ্রষ্ট সময়ের অগ্নি ও জলে, নষ্ট ভ্রষ্ট সময়ের চাবি ও তালায় জংধরা হাড় মাংস নিয়ে, সেই এক পীড়িত মানুষ, দুই হাত কর্দমাক্ত, দুই চোখ ভারাক্রান্ত”,

স্রষ্টা কবি জহরের হাতে চাবি দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়ে যেন বলেছেন—নে খোল, দরজার তালা,...দেখে নে...স্পর্শ কর, তুলে নে, মেখে নে দু-হাত ভরে। এই ভবচক্রে সতত ভ্রাম্যমাণ থেকে, ইছামতীর জল ছুঁয়ে ছোটো বড়ো জঙ্গলের রহস্যে ঘেরা প্রকৃতিকে উঁকি দিয়ে দেখ। লাল রাস্তা, গোরু গাভি জাম জামরুল কামরাঙায় সতত আবিষ্কার কর নিজেকে। জীবনের গূঢ় এক পথে ভ্রাম্যমাণ সাধু সন্ন্যাসীর কাছে পাঠ নিয়ে নে ব্যোম ব্যোম মহাব্যোম, জীবন সম্পর্কিত ও জীবন অতিরিক্ত এক সম্মোহনের। সঙ্গে থাকুক তোর ইস্কুল পালানো দুপুরের অনন্ত বীক্ষণ আকর্ষণ, স্তরীভূত প্রস্তরীভূত ভাবুক জীবনের, জল স্থল অন্তরীক্ষের দিনলিপি। কবি পৌঁছে যাচ্ছেন সৃষ্টির সমতলে। জল জন্ম যন্ত্রণার উপশমকারী আনন্দের সরোবরে পৌঁছে যাচ্ছেন যেন কার হাত ধরে। কিন্তু কি করে স্পর্শ করবেন সেই সরোবর, এই ঐশী শরীরের অন্য সত্তা সামাজিক শরীর হয়তো চিনির রসে ভিজে স্ফটিক মূর্তি নেবে। ফিরে আসছেন আবার এই মায়া প্রপঞ্চময় জগতের মাঝখানে। যেখানে জীবন প্রবঞ্চনা অবহেলায় অনেকাংশে নরক হয়ে উঠেছে। কবি হাহাকার করছেন ঈশিতা, পরমেশ্বরী, কল্যাণী, সখা, বন্ধু কোল দাও চুমা দাও জল দাও...এই জাগতিক যন্ত্রণা তুলে নাও তুলে নাও...।

সেই মুহূর্তে কবির কাঙ্ক্ষিত তিনটি স্বপ্ন সিঁড়ির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কবি যে বাংলায় জন্ম নিয়েছেন, এবং জিনের তরঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছেন যে নদী জনপদ তার অখণ্ড আকুলতা অস্বীকার করবেন কীভাবে! তাঁর জিনে বইছে বরিশালের শিরা-উপশিরার মতো নদী, জন্মভূমি উত্তর চব্বিশ পরগনার আড়বালিয়া গ্রাম, শ্মশান, ইছামতী নদী, প্রকৃতি, পশুপাখি, গাছপালা, আদিম যৌনতার চিহ্নবাহী রহস্যাবৃত সাপ, সরীসৃপ, গেরুয়া সূর্যাস্ত, কবির মনে কখনও আউল বাউল কখনও ক্ষ্যাপা লালন, সাধুসন্ত মাতন লাগিয়েছে। তিনি বৈষ্ণবীয় প্রেমের নির্বীজ নিস্তব্ধ বিশ্রম্ভালাপকে জলতরঙ্গের মতো হৃদয়ে ধারণ করলেও ক্রমশ ক্রমাগত মায়া প্রপঞ্চময় ঈশিতার

হাতছানি পেয়েছেন। সে তাকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে। সে কান্না রামপ্রসাদি বাৎসল্যের সরস্বতী নদী নয়, ভালোবাসার অপার বৈতরণী। সেখানে বৈষ্ণবীয় দর্শনের ওই কথাটি বললেই হয়তো যথার্থ হবে, সে এক মধুরারতির ভজনা, 'পূব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়'। আসলে যিনি পরমেশ্বরী, যিনি তাঁর মাধবী তিনি তো শক্তি; এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিভূতা সনাতনী। তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়কে দুই হাতে ধারণ করে আছেন। আমাদের এই জীব ও জড় জগৎ তার থেকে সৃষ্টি আবার তার মাঝেই সব বিলয় ঘটেছে। যেন সাগর ও লহরি। যেখান থেকে উৎপত্তি, সেখানেই মিশে যাওয়া। তিনিই 'আদ্যা', অদ্বিতীয়া, অক্ষরা, পুরাণী। তিনিই সচ্চিদানন্দরূপিনী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী। 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা' (রুদ্রযামল) তিনিই সগুণ ঈশ্বরী 'সর্বশক্তিস্বরূপা সর্বদেবময়ী তনু, (মেহানির্বাণতন্ত্র) তিনিই মহাবিদ্যা 'মহাবিদ্যা মহামায়া মহা যোগেশ্বরী পরা' (কালীতন্ত্র) তিনিই অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া, তিনিই মহাসম্রাজ্ঞী, নিখিল জগতের এক অচিন্ত্য শক্তির লীলাময়ী আধার। পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—

'An infinite and eternal Energy from which proceeds everything'[৩] তাঁর বৃহৎ যোনি থেকে একে একে কীটপতঙ্গ প্রাণী এবং মানুষেরও সৃষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন শিব ও শক্তির মিলিত আধার। শিব সেখানে মৃদু মৃদু স্পন্দিত, শক্তি মুখরিত। শিব ও শক্তি যেন হংসরূপী বিন্দু, যেন রমণানন্দে বিভোর শিব ও শক্তির যুগনদ্ধ অবস্থা। পরমেশ্বরী তাঁর যোনিকেই প্রত্যেক জীবে বিন্দু বিন্দু দান করেছেন, এই মায়ার জগতে নানা জীব বৈচিত্র্য অনুভবের আকাঙ্ক্ষায়। সেই হিসেবে কবির, আমাদের, এই কীট পতঙ্গ, আদিম সাপ থেকে মানুষ সকলেই সহোদর। আমরা তাঁর থেকেই সৃষ্টি, আবার তাঁর মাঝেই আমাদের বিলয়, আহার নিদ্রা মৈথুন সবই তাঁরই লীলা খেলা, তাঁর মাঝেই নিমজ্জিত, জীব বৈচিত্র্যের, অনন্ত তৃপ্তির, অনন্ত অতৃপ্তির প্রবহমান ধারা বজায় রাখতেই তিনি জীবে জীবে আদিম সৃষ্টির খেলা দান করেছেন, আবার যখন তিনি জীবকে ঐশী দরজার চাবি খুলে দিয়েছেন, তন্ত্রসাধনার দেহসাধনার নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার বৃহৎ যোনি শক্তি এবং জীবের শিব যোনির মিলন ঘটবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, চিরকালীন অতৃপ্তির চক্রমণ জলস্থল অন্তরীক্ষে, তাঁর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতায় কবি অনুভব করতে চেয়েছেন তারই অনুরণন।

যে পাঠক ধারাবাহিকভাবে জহর সেনমজুমদারের কবিতা যাপন করেন, তাঁর কাছে কবিকে পৌঁছে দেওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র, কিন্তু যিনি একান্ত আগ্রহে জহর ব্রততে সামিল হবেন ভেবেছেন, তাঁর কাছে এতক্ষণ কবিকে ঐশী চেতনার কবি প্রমাণ করে ফেলবার মতো অন্ধের হস্তি দর্শন করিয়ে ফেলেছি মনে হয়। সেক্ষেত্রে বলি জহর কবি, আটের দশকের কবি। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে, ঘ্রাণ নিয়ে পূর্বাপর দেশকাল চেতনাকে সাথী করে কাব্যজগতে পা রেখেছেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লবের

সফলতা, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনা এবং তার অকস্মাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ায় জাতির জীবনে প্রবল হতাশা, দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের স্বপ্ন দেখানো ও তাঁর অকাল মৃত্যুতে সব নিভে যাওয়ার কথা জানেন। কবি জানেন কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবল সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভাবের কথা। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের হাত ধরে কম্যুনিজমের বীজ রোপণের কাহিনি। একই সঙ্গে সারা বিশ্বজুড়েও চলছে তোলপাড়। রবীন্দ্রনাথের গর্জে ওঠা নাইট উপাধি ত্যাগ। সেলুলার জেলে হত্যাকাণ্ড, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিয় বার্লিন স্কোয়ারে গ্রন্থবহ্নি উৎসব, ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের দমনপীড়ন, কম্যুনিস্টের উপর রোষ নেমে আসা, বেআইনি ঘোষণা, জাপানি কবি নবুচি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করছেন, রবীন্দ্রনাথ তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন এই কর্ম প্রক্রিয়াকে। জাপান, জার্মান, ইটালি একত্রিত হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধভক্তি, নবজাতক, প্রায়শ্চিত্ত লিখছেন, আশ্রয় খুঁজছেন। স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে, হিটলার ও মুসোলিনী অনুগামী জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর অভ্যুত্থান হচ্ছে। জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে নিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। কবি জহর সেনমজুমদার এই ইতিহাসগত দীর্ঘ যাত্রাপথ যেমন জানেন, জানেন সাহিত্যে তার অভিঘাতের কথাও। কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ নতুন একটি পথের অভিজ্ঞান হয়ে আজও জ্বলজ্বল করছে। পরবর্তীকালে প্রগতিশীল মানবতাকামী লেখক শিল্পীরা গঠন করেছিলেন প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংঘ, মানুষের কথা, স্বাধীনতার কথা তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। চল্লিশের দশকের কৃত্রিম মন্বন্তরের ছবি এইসব কবি শিল্পীরা তুলি ও কলমে ধরেও রেখেছেন, যে-কোনো মরমি লেখক কবি তা অস্বীকার করবেন কি করে! সমাজ বদল, জীবনের বাঁক বদল সাহিত্যে ভাবনাও বদল তো আনবেই। তা ছাড়া দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অমীমাংসিত স্বাধীনতা, গান্ধীজি হত্যা সমস্ত স্বপ্নগুলোকে কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল মানুষের।

আসলে শুধু তো ইতিহাসের পাতায় রক্তের দাগ ছোপ নয়, মনোজগতেও তুমুল বিস্ফোরণ ঘটে চলেছিল ওই সময় জুড়ে। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, ফ্রয়েডের স্বপ্ন ভাবনা, অ্যাডলার, ইয়ুং প্রমুখের মনের উপর নানা প্রভাবজাত বক্তব্য মানুষকে দিশেহারা করছিল, ভেতরের আমি বাইরের আমিকে চিনতে পারার সাহস করতে পারছিলনা। মনে হচ্ছিল মানুষ তার নিজের এতদিনকার আস্তিক্য ভাবনায় প্রস্তুত শবকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে ছুটছে ছুটছে, আর যুক্তিবাদীতার সুদর্শনচক্র ছুটেছে তার সঙ্গে সঙ্গে, তাকে টুকরো টুকরো করে দেবে বলে। মানুষ মানতে পারছে না, সে মৃত, তার এতদিনকার সংস্কারজাত ঈশ্বরের সন্তান হয়ে বেঁচে থাকবার ধারণা মৃত। ফলে সংস্কারের মতো তাকে কাঁধে রাখলেও কোনো শরণাগতি আর আসছে না। মনে হচ্ছে সে যেন তার এই বিজ্ঞান ভাবনার, যন্ত্র ভাবনার, বৈশ্য ভাবনার মানবতার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র অসহায়

দারুব্রহ্ম। তার হাত নেই পা নেই জড়ভরত একটি মৃত শরীর আছে। ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখবার এই প্রয়াস আর কত কাল করা সম্ভব, আমরা জানি না, জানি না। কবি জহর সেনমজুমদারও জানেন না। তাই অস্তিবাদ বারবার প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—

> "বস্তুত, অস্তিহীনতা সত্য হলে জীবন মূল্যহীন, মানুষ নিঃসঙ্গ। এমন সঙ্গহীনতার নাম বিচ্ছিন্নতা। এ এক অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই কবিতায় একালের বাঙালি কবিদের নিরন্তর আত্মিক সংকটজাত সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখি। নানাভাবে তাঁদের সেই সংগ্রামের কথা স্পষ্ট হয় কবিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের সব তরুণ সদ্য আবির্ভূত কবিই কোন না কোন ভাবে অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত হয়েছেন।"[৪]

জহর অস্তিবাদের হাত ধরে থাকবেন কি করে, যেখানে দেখছেন ভয়ংকর কৃষক বিদ্রোহের ফসল হিসেবে কৃষক আন্দোলন, নতুন স্বপ্ন নিয়ে সমাজ বদলের আশা নিয়ে এগিয়ে আশা অসংখ্য তরুণ যুবকের স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে, রাষ্ট্র তাদের পাঁজর ফুটো করে একটা একটা করে বুলেট ভরে দিয়ে, আন্দোলনে বেনো জল ভরে দিয়ে বেপথু করে দিচ্ছে। ঈশ্বর চেতনা, লোকায়ত ভূমি চৈতন্যকে এই নষ্টভ্রষ্ট বিশ্ব তো ছারখার করে দিয়েছে।

আমরা আমাদের দেশজ সংস্কার, ভূমিভাষা, মগ্ন চৈতন্য, নিস্তরঙ্গ ঐশী ভাবনার আত্মনিবিড় দ্বিরালাপ থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছি। এলিয়টের হাত ধরেছি বিচ্ছিন্ন পরিত্যক্ত দ্বীপের অধিবাসী হয়েছি। চারিদিকে আমাদের অপরিমেয় অশ্রু লবণাক্ত সমুদ্র। যার কোনো পার নেই। এই অপার সমুদ্রে একমাত্র তীরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দর্শন, কাব্যমনীষা নিয়ে, আমরা তাঁরও হাত ধরিনি। তিরস্কার করে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। বেদনাকে যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছি। নগ্ন, কুৎসিৎ, নষ্ট ভ্রষ্ট সমাজের ছবি আঁকতে বসেছি নষ্ট মন নিয়ে, ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তা-চেতনা নিয়ে। শোপেনহাওয়ারের দুঃখদর্শন, নৈরাশ্যপীড়িত মন দু-হাতে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। এভাবেই কখন আমরা আমাদের জীবনদর্শন থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছি। কবি জহর সেনমজুমদারও কিভাবে ব্যতিক্রম হবেন? তিনিও ছুঁয়েছেন এই আগুন দু-হাতে, পাঁক দু-হাতে— কালো হয়ে যাওয়া পাঁকে পঙ্কিল হয়ে যাওয়া হাতে রামপ্রসাদের মতো দেবীর বন্দনাগান গাইবেন কি করে! কি করে শক্তির শক্তিময়ী রূপের বন্দনাগান গাইবেন! ঈশ্বর চেতনা এই নষ্ট ভ্রষ্ট আধুনিক বিশ্ব তো নিজ হাতে ধ্বংস করেছে! জহরের মধ্যেও তাই প্রগাঢ় সংশয়, যন্ত্রণা জ্বালা। তিনি এক চোখে প্রকৃতির চিন্ময়ীকে দেখবার চেষ্টা করছেন, আবার আমাদের শিকড়ের দিকে ঈশারায় সংকেত দিচ্ছেন, অন্য চোখে এই সমাজের সৃষ্ট ভাবনার পচনশীলতার অসহায়তার ছবি দেখে ঘৃণায় কাতর হয়ে উঠছেন, ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত ও ঘৃণা। এই ঘৃণা কখনো-কখনো

নিজেরও অপারগতার প্রতি, অস্থির কবি যেন সোচ্চারে বলতে চাইছেন। নিরুচ্চারে বলতে চাইছেন, পারছি না পারছি না, আমরা কিছুই রক্ষা করতে পারছি না...সেই নদী, সেই নদী তীরবর্তী গ্রাম, সেই ভূমি, সেই ভূমি চৈতন্য...ঐশী চেতনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে বিজ্ঞান, প্রকৃতিকে অধিকার করছে যন্ত্র এবং লোকায়ত ভূমি বাস্তবতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নাগরিক যুগ যন্ত্রণায়....

এই বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কবি ও পাঠক উভয়ত; ঈশ্বর সেখানে কোথায়! ভূমি চৈতন্য সেখানে মৃতদেহের মতো পড়ে আছে। মানুষ তার মূল্যবোধ হারিয়েছে। কবিও আক্রান্ত হয়েছেন, পাঠকও আক্রান্ত। সংক্রমণ কাউকেই পরিত্রাণ দেয়নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে একজন কবি, তিনি কাব্য রচনার প্রথম পাঠক। রক্তমাংস চেতনা নিয়ে ঐশী চেতনা সৃষ্ট কাব্যের প্রথম পাঠক। তাঁর গায়েও সংক্রমণের ঘা, রক্ত, পুঁজ। তিনি ক্রমাগত মুছে ফেলতে চাইছেন, পরিচ্ছন্ন হয়ে ঈশিতার হাত ধরতে চাইছেন, আবার মলিনতা গ্রাস করছে। কবি জহর সেখানে কোনো মাধবী পরমেশ্বরীর স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ পাচ্ছেন না। সন্দেহ দানা বাঁধছে, তাহলে কি সেই হাতেও আজ সংক্রমণ। সেও কি আজ মৃত। এ সন্দেহ কবি পাঠক উভয়ত লালন করে চলেছেন...তবু তবু তবু চিৎকার করে মৃদু স্বরে প্রেমের আকৃতি নিয়ে এ জীবন পরিণাম থেকে একজন কবির অস্তিচেতনা, স্পিরিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) অনুভূতি দিয়ে বলতে চাইছেন জগৎ ও জীবনের কথা, পৃথিবীর গ্লানিমামুক্ত একটি রূপের স্বপ্ন আঁকছেন তিনি। এই স্বপ্ন নিয়েই তো এই আশা নিয়েই তো কবি পাঠক সকলেই বাঁচে, বাঁচতে হয়। আশাই তো সেই রঙিন কাঁচ। ধূসর পৃথিবীকে সুন্দর করবার স্বপ্ন কাঁচ।

কার্লমাক্স ধর্মকে আফিম বলেছিলেন। দার্শনিক কান্ট বিচারবিশ্লেষণ করে ঈশ্বরের যথার্থ স্থান পাননি। তাই বলে ঈশ্বরকে অস্বীকারও করতে চাননি। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন মানুষের প্রয়োজনে তাঁকে রাখতে হবে। নতুবা সমাজে মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা, হতাশা অবশ্যম্ভাবী। হলও তাই। হিউম যেভাবে কট্টর বিচারবোধ দিয়ে সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন, সে সত্য অনেক সময় কুইনাইনের উপরের চিনির আস্তরণ তুলে ফেলার মতোই। তার স্বাদ জিভের যন্ত্রণারই কারণ হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য হিউম বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সে কথা স্বতন্ত্র।

ফলে একথা বলাই যায়, এই নিরীশ্বরবাদ আমাদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করায়, যার অনুগামী ছিলেন কামু, কাফ্‌কা, সার্ত্র প্রমুখ লেখক, সে কথার নিগূঢ়ানন্দের উক্তিতেই সমর্থন আদায় করি ঃ

> "মানুষ কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় যাবে না জানতে পেরে বর্তমান অস্তিত্বটুকুকেই সব বলে ধরে নেয়। ফলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু নেই ভেবে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।"[৫]

এই সামগ্রিক চেতনাবিশ্ব চেতনে এবং অবচেতনে জহরকে নাড়া দিয়ে চলেছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আটের দশকের কবি হিসেবে মাত্র উনিশ বছর বয়সে 'জনৈক ঈশ্বরের বাণী' কাব্যগ্রন্থে তাই জহরের আত্মপ্রকাশ ঘটল তাঁকে পূর্বাপর কবিদের উত্তরসূরী বলেই এক হিসেবে আমরা চিনলাম। আবার স্বতন্ত্র কথনবিশ্ব নিয়েও তিনি আবির্ভূত হলেন। তাঁর কবিতায় এলো নকশাল আন্দোলন পরবর্তী ভাঙা সমাজ ব্যবস্থার আক্রান্ত চিত্রকলা, স্বপ্ন দেখবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ স্বপ্ন পূরণ না হয়ে উঠবার যন্ত্রণাও নিপুণভাবে ফুটে উঠল, উঠে এলো গতানুগতিকতা ভেঙে দেওয়া ভাব ও ভাষা। প্রচলিত ছন্দকেও বর্জনের, আঙ্গিক বর্জনের প্রবণতায় দীর্ঘ প্রবহমান পয়ার ছন্দ ব্যবহার করলেন। অনেকটা কথা বলার ভঙ্গিতে এই কবিতার কথন বিশ্ব রচিত হল। নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তার হাত ছেড়ে অনিশ্চিত লক্ষ্যে, রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার চিরাচরিত পথ বর্জন করে জহর নিজস্ব ভাববিশ্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন। এই কবির ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কবিদের অনুসরণ আছে, আবার অনুসরণ কখনও যে অনুকৃতি হয়ে ওঠেনি সেটিও জোর গলায় বলা যায়। সে প্রসঙ্গে আসার আগে অনুসরণের কথা মনে করি—

> "সংশয়াচ্ছন্ন যুগের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আধুনিক কবিরা যে দিশেহারা হলেন তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (sense of negaltion) অগ্রজের আপ্তবাক্যে ও ঐতিহ্যগত আদর্শে অবিশ্বাস (loss of faith), রৈখিক প্রগতি নয় চক্রাকার আবর্তনই একমাত্র সত্য এরকম বোধ কবিদের মনে দেখা। কাল (time) আর প্রবহমান ধারা রূপে প্রতীয়মান হল না। কালের চিত্র আধুনিক কাব্যে হয়ে দাঁড়াল পিকাসোর ছবির মতো, এক মুহূর্তে তাঁরা দেখলেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে।"[৬]

ফলে কবিতার মধ্যে অসংখ্য চিত্রকল্প, চিত্রকল্পের উল্লম্ফন, বাক্যের গঠনের অদল বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। একই সঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী বলছেন যে কথা সে কথাই বা অস্বীকার করি কি করে! ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ প্রেমের অতীন্দ্রিয় আদর্শকে ধ্বংস করে কামনার কঙ্কালকে দর্শন করিয়ে দিচ্ছে। অবদমিত কামনা, ছেঁড়া স্বপ্ন দর্শনের মতোই কাব্যও হয়ে উঠল টুকরো টুকরো অনুভূতির ঝলক। প্রতীকী ব্যঞ্জনার ঝলকে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু দর্শনের প্রচেষ্টাই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠল।

জহর এই সম্পদ এবং সীমাবদ্ধতা নিয়েই বাংলা কাব্যে এলেন ১৯৭৯ সালে 'জনৈক ঈশ্বরের বাণী' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বহু রবীন্দ্র অনুসারী কবির মতো, রবি সূর্যে হারাবার মতো করে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কথন বিশ্ব নিয়ে। অসম্ভব জীবনানন্দ ভক্ত, কবিতা যাপনকারী বিদ্বান কবি হয়েও জহর একবারও পূর্বসূরীকে বয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন না। সফল হোক, ব্যর্থ হোক প্রথম কাব্যেই স্বতন্ত্র স্বর

উচ্চারিত হল। বিগত ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি এবং চিরকালীন বাংলার ঐতিহ্য সংস্কারকে দুই বাঁকে তুলে নিয়ে কবি জহর সেনমজুমদার জঙ্গলাকীর্ণ রহস্যাবৃত, আউল বাউল বৈষ্ণব তান্ত্রিক ভিখারি গৃহস্থের সরু গ্রাম পথে ধরে যেন স্বপ্ন ফিরি করতে করতে চললেন, যেন মিলিয়ে মিলিয়ে ফিরি করতে করতে চললেন হতাশা লাঞ্ছনা এবং প্রাচীন ঐতিহ্য, অত্যাচার যন্ত্রণা এবং গ্রামবাংলার সংস্কৃতি, আমোদ আহ্লাদ এবং চিরকালীন আনন্দ। সেই থেকে আজও ফিরি করে চলেছেন, আমরা পাঠক আমাদের রুচি অনুযায়ী তাঁর কবিতা থেকে একটা একটা করে মণিহারী দ্রব্য তুলে নিচ্ছি, কিন্তু আমোদ করতে পারছি না। জহরের কবিতা আমাদের আমোদ দেয় না, সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়, অন্ধকার প্রহেলিকাময় পথ ধরে চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো পথের ইশারা দেয়, কিন্তু মনস্ক চোখ সজাগ না থাকলে আবার মিলিয়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

আসাদ মান্নান

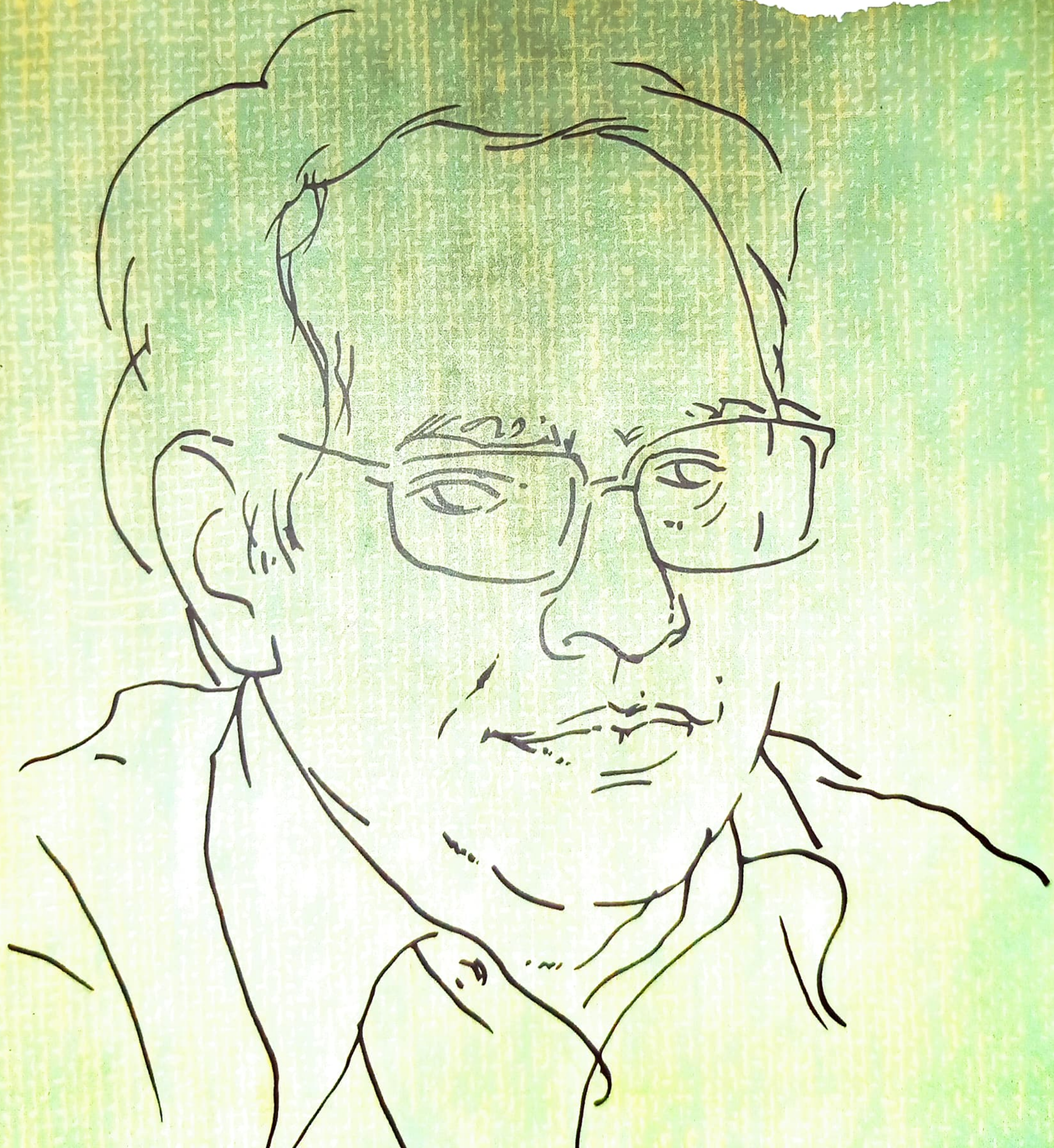

আসাদ মান্নানকে তাঁর প্রাথমিক কাব্যবীক্ষণের আলোকে
সূর্যোদয়ের কবি বলে অভিহিত করা যায়। কেননা তাঁর
কাব্যভূখণ্ডে তিনি একা নন, বাঙালির
ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ-রাজনীতি ইত্যাকার বহুবাচনিক
উপাদানে সমৃদ্ধ সে পৃথিবী

978-984-95940-8-6

শ্রেষ্ঠ কবিতা

আসাদ মান্নান

কবি তনশ্রী চক্রবর্তী-কে
অফুরন্ত শুভেচ্ছা।
ও ভালোবাসা।

[illegible]
12.06.2022

কাগজ প্রকাশন

শ্রেষ্ঠ কবিতা
আসাদ মান্নান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

প্রকাশক
কাজী শাহেদ আহমেদ
কাগজ প্রকাশন
বাড়ি-৮৫, রোড-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

প্রচ্ছদ
চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীরের স্কেচ অবলম্বনে
মোস্তাফিজ কারিগর

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২-এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/book/publisher/913

ISBN: 978-984-95940-8-6

মূল্য
৬৫০ টাকা
US $ 20

Shrestha Kabita by Asad Mannan, Published by Kagoj Prokashon, House-85, Road-7/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh, First published in February 2022, Cover designed by Mostafiz Karigar, Based on the sketch of the painter Murtaja Baseer, Price: Tk. 650, US $ 20

সূ চি প ত্র

সুন্দর দক্ষিণে থাকে

সবুজ রমণী এক দুঃখিনী বাংলা ২১
সুন্দর দক্ষিণে থাকে ২১
আসাদ মান্নান ২২
যিশুর বাগানবাড়ি ২৩
একজন কবি স্টেনগান হাতে বসে আছে ২৪
মৃত্যুর অধিক এক আত্মাহীনা ২৪
আমার মৃত্যুর পর ২৬
ঈশ্বর ২৬
ঈশ্বর প্রেরিত কবি ২৭
বধ্যভূমি ২৭
আমার নিয়তি ২৯
প্রত্যাবর্তন নিজের দিকে ৩০
পা দুখানা দেখতে দেখতে ৩১

সূর্যাস্তের উল্টোদিকে

সমুদ্রগোলাপ ৩৫
কোথাও জীবন মরে ৩৫
মানুষ ছেড়েছে ঘর ৩৬
কবিকে আমলার স্ত্রী ও তার কন্যা ৩৭
সূর্যাস্তের উল্টোদিকে ৩৮

সৈয়দ বংশের ফুল

সৈয়দ বংশের ফুল ৪৩

দ্বিতীয় জন্মের দিকে

তুমি চক্ষু খুলে দেখো ৭১
যদি কোনোদিন নির্বাচন হয় ৭৩
এক যুবকের গান ৭৪
এক বিকেলের গল্প ৭৫

অগ্রন্থিত

যে তুমি হাওর পাখি ২৬৯
আগুনের নদী ২৭০
কে তাকে জাগাবে ২৭২
মায়াভূমি ২৭৩
মানুষ তোমার নামে ২৭৩
চুমুর আগুন ২৭৪
পাখি যদি উড়ে যায় ২৭৪
স্বাধীন কয়েদি ২৭৫
ফুল-পাথরের গোপন খেলা ২৭৬
কবরে মৃতের চোখে পাখি ওড়ে ২৭৭
শব্দটি যখন ভালোবাসা ২৭৭
তিন যুগ পরে ২৭৮
পাখির অদৃশ্য মুখ ২৭৯
একটা মুখের জন্য ২৮০
বৃষ্টির নামের গন্ধে ২৮০
আজ ভোর এলো অন্যরূপে ২৮১
এলিজি নিজের জন্য ২৮২
কবরের উল্টোদিকে জীবনের গলি ২৮৩
তালিকাটি বেহেশতে টাঙাব ২৮৫
কবি ও মানুষ ২৮৬
মহান রবীন্দ্রনাথ ২৮৮
কবি নজরুল ২৮৮
এখন আমি যে কবিতাটি লিখছি ২৮৯
কী নির্ভীক একটি কলম ২৯০
আমি যখন এ কবিতাটি লিখছি ২৯২

পাঠ অভিজ্ঞতা

আসাদ মান্নান : সূর্যোদয়ের কবি—মহীবুল আজিজ ৩১১
প্রেম ও দ্রোহের নির্যাস : আসাদ মান্নানের কবিতা—বনানী চক্রবর্তী ৩২২

প্রেম ও দ্রোহের নির্যাস : আসাদ মান্নানের কবিতা

বনানী চক্রবর্তী

> অজস্র ফুলের গন্ধে ভরে গেছে অগ্নিদগ্ধ কৌমের বাগান;
> ও আমার মাতৃভাষা! তুমিই তো বাঙালির একমাত্র দেবী
> যে কিনা রক্তের স্নানে পুণ্য হয়ে আমাকে জাগিয়ে রাখে
> অহংকারে।[১]

দৃপ্ত অহংকারে মায়ের পায়ে যে কবি ফুলের অর্ঘ্য দিতে চেয়েছে আবার ফুলের মতো অনিত্য, পচনশীল কোনো অর্ঘ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রেমে রক্তে রঞ্জিত করতে চেয়েছেন যে কবি, তাঁর উদার প্রেম, দরাজ হৃদয় এবং টলটলে জলের আবেগে বাংলা সাহিত্যকে ভাসিয়ে আবির্ভূত হবেন, সে আর বলতে হয়! হ্যাঁ, আমি কবি আসাদ মান্নানের কথাই বলছি। সত্তরের দশকের এই কবি তাঁর কলমে একাধারে কুঠার ও বাঁশিকে যোগ করে নিয়েছিলেন জলকুমার এই পুরুষ হৃদয়ে টলটলে পদ্মপাতায় জল ভাসমান উন্মত্ততা এবং সর্বগ্রাসী অনুসন্ধিৎসা কলমে ধারণ করেছেন। বঙ্গোপাসাগরের পাড় ছুঁয়ে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে জাত এই কবির দু'চোখে রোমান্টিক স্বপ্নের কাজল। বারবার নানাভাবে পুঙ্খতায় অনুপুঙ্খতায় ভালোমন্দ সুখ-দুঃখ অন্ধকার আলো ছুঁয়ে দেখছেন, ছুঁয়ে থাকছেন।

সত্তরের দশক, এই কবির উত্তাল কৈশোর যৌবনের ডাক দেশমাতার শিকল ভাঙার গানের সাক্ষী করেছে। সাধারণ একান্নবর্তী যত্রতত্র বেড়ে ওঠা কবি গভীর চোখে, অনুভবে পৃথিবীকে যেন ধারণ করেছেন হৃদয়ে, তা কখনো আগুন জ্বালছে, বঞ্চনা, শোষণ লাঞ্ছনা ঘেন্না তৈরি করছে, রাগ সৃষ্টি করছে। নিজের মায়ের লাঞ্ছনার সঙ্গে দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা কোথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ে আগুন 'আমার প্রতিবাদের ভাষা আমার প্রতিরোধের আগুন' হয়ে উঠছে। উত্তাল পারিপার্শ্বিকতা পরাজয়ের গ্লানি, জয়ের আনন্দ নানাভাবে কবিকে দোলায়িত করছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নাকি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা 'আমার সোনার বাংলা' উপহার দিচ্ছে, অনুভবি কবি তার কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তবুও কোথাও একান্ত মধুরতম মোহমুগ্ধতায় মাতৃভাষার কথা মাতৃমূর্তির কথা হৃদয়েতে জাগরূক হয়—

> সে এক আশ্চর্য নারী, অপরূপ অঙ্গ জুড়ে তার
> রয়েছে তাঁতের শাড়ি—সবুজের মাঝখানে লালের ছোবল

হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে অহংকারী আঁচলের ঢেউ—
পবিত্র সংসদ আর অই প্রিয় জাতীয় পতাকা[২]

এ নারীর রূপে তিনি আবাল্য মুগ্ধ ক্রীতদাস। দেশসেবক, জন্মদাস কবি তাই প্রকৃতির পরতে পরতে কখনো নারীকে খোঁজেন, নিজ নারী, কখনোবা মা, দেশমাতৃকা হয়ে ওঠেন মাতৃরূপা নারী, আশ্রয়স্থল।

এমন আশ্রয়স্থল কবিদের চিরকালীন আকাঙ্ক্ষাই যেন। সহজ সরল এক সত্যকথন, এক স্বীকারোক্তির আলো মায়ের পায়ের কাছে ঝলসিত হয়—

মাকে বলতে সংকোচ নেই, দিন ফুরোলে আমি
তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তোমার পায়ে মুখ
রেখে অগাধ শান্তি পেয়েছিলাম।
ভ্রূকুটিহীন সন্ধ্যাতারা উঠল যখন,
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে অর্পিত দেহের
দায়িত্ব যে নিয়েছিলাম, সে সব কথা মাকে
বলতে-বলতে পাগল হয়ে যাব।[৩]

এই পৃথিবীর দিকে বিমূঢ় বিস্মিত চোখে যখনই তাকান কবি আসাদ মান্নান মনে হয় সবুজ রমণী, দুখিনী বাংলা তাঁর হৃদয়ে লালন করে কুলপ্লাবী ভালোবাসা যেন। তার বুকে গান গায় অগণিত চাঁদ তারা পাখি। সেই মাঝখানে মমতাময়ী তাঁর মা দুখিনী বাংলা মা করুণ হাসিতে, সন্তানের যন্ত্রণার ভাগীদার হন। সে যেন চিরকালীন এক ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া কোনো সুরভিত ম্লান মুখ। অন্ধকার গুহাহিত হিংস্রতা তাঁর নজরে থাকে, নিতান্ত এক অপারগ নবাধ্যতায় সহ্য করে নেন সবকিছু। দুখিনী বাংলা মা উপায়ান্তর না পেয়ে ভৈকধারী পিরজাদাই হন যেন, নতুবা এক বকধার্মিক, যাই বলি না কেন—

তসবি হাতে ধ্যানে মগ্ন বুড়ো চিতাবাঘ

হৃদয়ে রয়েছে তার অগণিত রক্তখাকি স্মৃতি, হিংস্রতা হলাহল। অশুভ শক্তির কাছে প্রতিহত হয়ে বাধ্যত পিছু হটে গিয়ে, পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে ভানকেই সম্বল করেছে।

রক্ত নদী নিজ পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই কবি কাব্যভুবনে পা রেখেছেন। তাই, এক হাতে প্রেম ও প্রকৃতি অন্য হাতে প্রতিবাদের মশাল নিয়ে বহু পথ হেঁটে এসেছেন। বাস্তব জীবনে জলের সঙ্গে লড়াই, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে, প্রকৃতি বিরুদ্ধতা না মেনে নিয়ে, হার না মানা এই কবি জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় কলম ছুঁয়েছেন। কৃষিজীবী, গৃহস্থ পরিবার, চারণকবি বাউণ্ডুলে বাবা, বহু ভাইবোন আত্মীয় পরিজনের সংসারে, আলো বাসস্থানের অসঙ্কুলানে বৈভববিহীন এক দুরন্ত সংগ্রাম, উত্তাল সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে ঝড়ে ওড়া, ডুবে যাওয়া পাখির মতোই জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে পদে পদে ছুঁয়ে থেকেছেন। অদম্য

দুর্যোগের কবি

9789845101929

ভূমিস্বর্গের কবি

শামীম রেজার ৫০ বছর উদ্‌যাপন স্মারক
প্রকাশ : ৮ মার্চ ২০২১
স্বত্ব : সম্পাদক পর্ষদ
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪
বাংলাবাজার শাখা
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
শাহবাগ শাখা
৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৩৫০৮৭, ০১৭০০৫৮০৯২৯
কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)
পরিবেশক
কাগজ প্রকাশন, বাড়ি-৮৫, রোড-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
মূল্য : ৫০০.০০
প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

BHUMISHORGER KOBI : SHAMIM REZA—50 YEARS CELEBRATION SUVENIOR
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd floor)
Dhaka 1100, Phone : 9581942, 01706893210
Published : 8 March 2021
Price : Tk. 500.00, $ 25
Email : info@kathaprokash.com, Web : www.kathaprokash.com

ISBN : 978 984 510 192 9

ঘরে বসে কথাপ্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/kathaprokash; Hotline 16297

সূচিপত্র

সামগ্রিক

দেবেশ রায় ▪ নতুন গদ্য-আখ্যান, বাংলাদেশে : শামীম রেজা ▪ ১৭
তপোধীর ভট্টাচার্য ▪ শামীম রেজার কবিতা : নন্দনের নতুন সংহিতা ▪ ২৩
মুহম্মদ মুহসিন ▪ শামীম রেজার কবিতা ▪ ৩৩
মোস্তফা তারিকুল আহসান ▪ শামীম রেজার কবিতা : যেভাবে স্পর্শ করে ▪ ৪৮
পাবলো শাহি ▪ শামীম রেজার কবিতা : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জড়ানো, আঞ্চলিকতার বাতাবরণ ▪ ৫৬
সরোজ মোস্তফা ▪ বাংলা কবিতার মূলধারায় আস্থা রেখেছেন শামীম রেজা ▪ ৬৬
জাহিদ সোহাগ ▪ তীর্থ যাত্রার দিকে ▪ ৭৫
মামুন অর রশীদ ▪ কবিতায় শামীম রেজাকে কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে? ▪ ৭৮

পাথরচিত্রে নদীকথা

মোস্তাক আহমাদ দীন ▪ শামীম রেজার 'পাথরচিত্রে নদীকথা' ▪ ৮৩
বনানী চক্রবর্তী ▪ শামীম রেজার কবিতা : পাথরচিত্রে হৃদয়গাথা ▪ ৮৮
তুহিন ওয়াদুদ ▪ পাথরচিত্রে নদীকথা : নদীবোধে কবিতাকথন ▪ ১০৫
এমরান কবির ▪ শামীম রেজার কবিতা : নদীময় আত্মিক আলেখ্য ▪ ১০৯
নাহিদা নাহিদ ▪ কীর্তনীয়া সুর : পাথরচিত্রে নদীকথা ▪ ১১১

নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে

উৎপলকুমার বসু ▪ শামীম রেজার 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' ▪ ১২৫
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ▪ নদী ও রমণীর গল্প : শামীম রেজার 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' ▪ ১২৯

যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে

আল মাহমুদ ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে : অগ্রজের দায়িত্ববোধ থেকে শামীম রেজাকে ▪ ১৩৭
হাবিব আনিসুর রহমান ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে ▪ ১৪১

খালেদ হোসাইন ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে : শামীম রেজার স্বোপার্জিত নান্দনিক বিশ্বাস ▪ ১৪৫
সুমন গুণ ▪ পূর্ণতোয়ার চিরকল্লোল ▪ ১৫১
বিভাস রায়চৌধুরী ▪ অমৃত আঙুর নিয়ে যাক আগামীর বাংলায় ▪ ১৫৫
মন্দাক্রান্তা সেন ▪ এ এক আশ্চর্য কবিতায় বোনা উপকথা, মানুষী যন্ত্রণার ইতিহাস ▪ ১৫৭
জফির সেতু ▪ স্মৃতি-নিসর্গের পরিব্রাজক এবং বৃক্ষের পাঁজরে লেখা ▪ ১৬৬
ফারুক ওয়াসিফ ▪ বঙ্গে শামীম রেজা কবি : মায়া হরিণের চাষি ▪ ১৭৬
কাজী নাসির মামুন ▪ যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে : একটি ভাষিক ও নান্দনিক পর্যালোচনা ▪ ১৮১
সারফুদ্দিন আহমেদ ▪ শামীম রেজার কবিতা পড়া যায় না ▪ ১৯০
পিয়াস মজিদ ▪ সুবর্ণজয়ন্তীতে সুবর্ণনগর ভ্রমণ ▪ ১৯৫
জব্বার আল নাঈম ▪ নব্বইয়ের উপাখ্যান ও শামীম রেজার কবিতা ▪ ১৯৮
রফিকুজ্জামান রণি ▪ কালো হরফের আলোর জোনাকি শামীম রেজা ▪ ২০৪

ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল

মাসুদুজ্জামান ▪ মহাকাব্যপ্রতিম দীর্ঘকবিতা 'ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল' ▪ ২১১
মুহম্মদ মুহসিন ▪ 'ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল' একটি প্রাথমিক পাঠ ▪ ২১৭
কবির হুমায়ূন ▪ শামীম রেজার 'ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল' পাঠ করতে করতে ▪ ২২৫
প্রশান্ত মৃধা ▪ শামীমের 'ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল' পাঠ ▪ ২৩২

হৃদয়লিপি

গৌতম গুহ রায় ▪ শামীম রেজা : 'হৃদয়লিপি'তে যে শুশ্রূষার ভাষা কয় ▪ ২৪৩
রহমান মতি ▪ প্রণয়ের হৃদয়লিপি ▪ ২৪৮
হাসান নাঈম ▪ কবি শামীম রেজা ও হৃদয়লিপি ▪ ২৫২

ঋতুসংহারে জীবনানন্দ

আখতার হোসেন ▪ জীবনানন্দের ছন্দে একজন শামীম রেজা ▪ ২৫৭
পারভেজ হোসেন ▪ কবি শামীম রেজা : জীবনানন্দ ও মায়াকোভস্কির সঙ্গে ঋতুসংহারে ▪ ২৬৩
সালমা বাণী ▪ মহাকাব্যিক বিস্তার : শামীম রেজার গল্প ▪ ২৬৭
নাসিমা আনিস ▪ শামীম রেজার 'জীবননান্দ ও মায়াকো জোছনা দেখতে চেয়েছিলেন' ▪ ২৭৬
আফসানা বেগম ▪ জীবনানন্দের জোছনায় মায়াকোভস্কির তিরোধান ▪ ২৭৯
ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ ▪ শামীম রেজার গল্প : কবির নয়, কথাশিল্পীর গল্প ▪ ২৮২
হামীম কামরুল হক ▪ 'ঋতুসংহারে জীবনানন্দ' ও শামীম রেজার গল্পবীক্ষা ▪ ২৮৫

স্বকৃত নোমান ▪ গল্পকার শামীম রেজা ▪ ২৯১
খোরশেদ আলম ▪ কথাসাহিত্যের শামীম রেজা ▪ ২৯৬
আনিফ রুবেদ ▪ ঋতুসংহারে জীবনানন্দ : এক জাতকবির গল্পগ্রন্থ ▪ ৩১২

সময় ও সময়ান্তরের চিত্রকল্প

মোজাফ্‌ফর হোসেন ▪ দেশজ সত্তার সন্ধানে শামীম রেজা ▪ ৩২১

করোটির কথকথা

রুবাইয়াৎ আহমেদ ▪ শরীরে বাঁচুন শতবর্ষ, শিল্পে হাজার ▪ ৩২৯

কবিতা সংগ্রহ

মোহাম্মদ নূরুল হক ▪ শামীম রেজার কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ ▪ ৩৩৫
হানযালা হান ▪ নক্ষত্রখচিত পঙ্‌ক্তিমালা ▪ ৩৪২
জব্বার আল নাঈম ▪ নব্বইয়ের উপাখ্যান ও শামীম রেজার কবিতা ▪ ৩৪৮

ভারতবর্ষ

মাহমুদ শাওন ▪ ভারতবর্ষ : ইতিহাসের অসমাপ্ত ভ্রমণ ▪ ৩৫৭

বনানী চক্রবর্তী

শামীম রেজার কবিতা : পাথরচিত্রে হৃদয়গাথা

ও পরাণী দেখেছো কি? মথুরার মাঠে বসে তুমি নির্জন
সাঁকোর শরীর এলিয়ে আমি
কলমি শাবক

সাঁকোর শরীর এলিয়ে কলমি শাবক হয়ে গ্রামবাংলার বুনো গন্ধ নিয়ে নব্বই দশকে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এক তরুণ কবির, যাঁর ঐতিহ্যে বরিশাল হলেও বরিশাল বলতে যাঁর কথা প্রথমেই মনে পড়ে যায়, হ্যাঁ, আমি কবি জীবনানন্দ দাশের কথা বলছিলাম, তাঁর প্রভাবমুক্ত হয়ে, পূর্বসূরির কিছু শব্দবন্ধ কারুকাজ মননে জারিত করে প্রথম যৌবনের উৎসব প্রাঙ্গণে এসেছিলেন। পূর্বসূরির অন্ধ অনুসরণ থেকে দূরে নিজস্ব কথন ভঙ্গিমায়, শব্দ নির্মাণে, প্রেম, আঘাত, বাস্তবতা, ইতিহাস, পুরাণ, প্রকৃতিকে নিজের মতো করে মাটি জল গাছ লতাপাতা ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ধর্মদর্শনকে সম্পৃক্ত করে নিয়ে কবিতার নতুন বিশ্ব রচনা করলেন। সে বিশ্বে কবি জসীমউদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, জীবনানন্দ দাশ কিংবা বিনয় মজুমদার উঁকি দিল কখনো মনে হওয়ার আগেই 'আমরা বেড়েছি স্যাঁতসেঁতে পিছলা আস্তিনের কচুরিপানা জলে' এই উচ্চারণ আমাদের কবির নিজস্ব ভুবনে নিয়ে যাবে। আমরা হাত ধরে ফেলব ভূমিস্বর্গের কবি শামীম রেজার।

সচেতন গোছানো শব্দ কেটে জুড়ে, বাক্যবন্ধ তুলে এনে জোড়-কলম ঘটিয়ে, কিংবা ছন্দের স্রোতে যাবতীয় দুর্বলতা ভাসিয়ে কেয়ারি করা ফুলের বাগান গড়ে তোলেননি শামীম তাঁর কাব্যভুবনকে, অগণিত কবির অসংখ্য কাব্যগ্রন্থের ভিড়ে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না তাঁর 'প্রতিভা সন্তরণ, এমন রাত্তির শেওলি চোখ'।

এ কথা জনান্তিকে বলে রাখি শামীম নব্বই দশকে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, ১৯৯০ থেকে ২০০১-এর অনুভূতিমালা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাথরচিত্রে নদীকথা'। এরপর একে একে 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' (২০০৪), 'যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে' (২০০৬), 'ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুলে' (২০০৯), 'শামীম রেজার কবিতা' (২০১২), 'হৃদয়লিপি' (২০১৪) বা

'দেশহীন মানুষের দেশ' (২০১৮) থেকে চর্যালোক তাঁর স্বতন্ত্র যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার।

যদি প্রথম কাব্যগ্রন্থের দিকে তাকাই, তবে দেখব—শুধু স্থানিক সংকট, আত্মিক সংকট নয়, পূর্বাপর কবিতার ঐতিহ্য ধারণ করে আছে যেমন তাঁর কবিতা, সময়ের সংক্রমণও তাঁকে পিছু ছাড়েনি। ইতিহাস পুরাণের অধীত জ্ঞানের স্বাক্ষর নিয়ে বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী পৃথিবীর হতাশা, নিরাশ্বাস, বিজ্ঞানভাবনা, যৌনচেতনা, যন্ত্রের জয়যাত্রা, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, নাস্তিকতা, আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের পলায়ন মনোবৃত্তি, এবং সর্বোপরি বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেতে টেলিভিশন যুগ পেরিয়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সবটুকু অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে নিয়ে কবিতার সঙ্গে হাঁটা শুরু করেছিলেন কবি শামীম। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, জীবনের অনিবার্যতার বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করে, বাধ্যত পরিত্যক্ত জীবনকে ভোগ করে, শুভকামিতার হাত ধরতে চেয়েছেন। শিকড়ের দিকে ফিরতে চেয়েছেন। হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকার স্বভাবধর্মে, প্রেমধর্মেই এই কলমের ধারা।

শামীমের কবিতা পাঠ করলে, একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, শামীম কবিতা লিখতে চাননি, সাজানো গোছানো মনভোলানো কবিতা লিখতে চাননি। যা জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন সেই ক্ষরণকে কলমে ধারণ করেছেন। সকলের কাছে বিষয়টি জীবন্ত ও স্পষ্ট করে তুলতে যতটুকু প্রকৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, মিথ, জগৎ জীবনকে ছুঁতে হয় ঠিক ততটুকুই ছুঁয়েছেন। ভেতরের সংবেদনশীল মন, উদার মন, ক্ষমাশীল মন, প্রেমিক মন উদার আকাশের কাছে যে কথা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে, নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়, ঠিক সেই কথাগুলোই, একান্ত সৎ অনুভূতিগুলোকেই কলমবন্দি করেছেন। তাই তার কবিতায় পৃথিবীর সংকীর্ণতা, দৈন্যতা, ঈর্ষা, হীনতা, নীচতার আলতো ইঙ্গিত দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। ঘৃণা সন্দেহের তীব্রতা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেননি, নিজেও থেকেছেন অমলিন। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয় তিনি সমাজের ক্রূর, স্বার্থান্বেষী, শঠ মানুষের ছবি আঁকতে অপারগ। বলা হয় এটা তাঁর সীমাবদ্ধতা। শামীমের ক্ষেত্রে বলতে পারি, বিভূতিভূষণের মতো তিনিও সেই শ্রেণির মানুষ ও সমাজ পরিবেশের ছবিকে আলতো করে স্পর্শ করে পাশ কাটিয়ে যান, পাঠকের কাছে রোম সমাজ নীরোর মতোই লেলিহান আগুনশিখা কবলিত প্রাসাদে বসে বাঁশি বাজান। সত্য ও সুন্দরকে ছুঁয়ে থাকতে চান।

এ কথা আর বলব কী নতুন করে, আমাদের অনুভূতি যেখানে বেদনাকে ছুঁয়ে যায় সম্পূর্ণত, সেখানেই হৃদয়ের বীণার তারে ঝংকার ওঠে। সাত সুরে কোমল ভৈরবী বেজে ওঠে। আমরা আমাদের খুঁজে পাই। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোই বুঝি সব সেরা শিল্পের কারসাজি। তাই, আত্মকথন যখন বেদনার সেই তারে স্পর্শ করে দেয়, যে তার সেই গোপন ব্যথার মতো, সচেতন মন লুকিয়ে রাখে

মনোজ মিত্র
ও
চাক ভাঙা মধু

সম্পাদনা

জয়শ্রী রায়

মনোজ মিত্র

ও

চাক ভাঙা মধু

"শিল্পের স্রষ্টা যা সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে মিশে যায়—তাঁর নিজের ভাবনা, আবেগ, কল্পনা। উপভোক্তা হিসেবে যখন আমরা সেই শিল্পের মুখোমুখি হই, তখন সেই সবকিছু নিয়ে শিল্পে ছড়িয়ে থাকা শিল্পীর অনুভব আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে ওঠে। মনোজ মিত্র তেমনই এক ব্যতিক্রমী নাট্য ব্যক্তিত্ব। আর তাঁর চাক ভাঙা মধু নাটকটি ও নানাস্তরে তার অর্থব্যঞ্জনা তৈরি করে পাঠক-দর্শকদের মনে। মনোজ মিত্রের চাক ভাঙা মধু এখানে নানা খোলসে-বাস্তবে, নানা মেজাজে-গাম্ভীর্যে, ব্যঙ্গে-কৌতুকে, অশ্রুশিক্ত হাস্যে তুলে ধরা হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

9 789388 788186

মনোজ মিত্র ও চাক ভাঙা মধু

সম্পাদনা

জয়শ্রী রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

MONOJ MITRA O CHAK BHANGA MADHU, Monoj Mitra and Chak Bhanga Madhu in New Perspectives by Dr. Jayasri Ray, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, August : 2019 . ₹ 250.00

© অধ্যাপক তরুণ মণ্ডল

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
অগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-88988-18-6

মূল্য : দুশো পঞ্চাশ টাকা

বিষয় বিন্যাস

পঞ্চাশ বছর পরে	৯	সৌমিত্র বসু
নাট্যসৃজনের যাদুকর মনোজ মিত্র	১৫	অপূর্ব দে
বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ... মনোজ মিত্রের সৃষ্টি কথা	২৪	বনানী চক্রবর্তী
নাট্যকার মনোজ মিত্র	৩৩	তপন মণ্ডল
অভিনেতা মনোজ মিত্র ও তার অভিনয় চিন্তা	৪৮	গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্রের নাটক : চাক ভাঙা মধু	৫৩	প্রবীর প্রামাণিক
মনোজ মিত্র : 'চাক ভাঙা মধু' (পুনর্বিচার)	৬১	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'চাক ভাঙা মধু' : ব্যঞ্জনাগর্ভ সুসঙ্গত নাম	৬৭	প্রসেনজিত দাস
চাক ভাঙা মধু : শোষিত মানুষের এক চিরন্তন জীবনালেখ্য	৭১	মঞ্জু সাহা
মাপা হাসি চাপা কান্না : 'চাক ভাঙা মধু'র কৌতুক	৭৭	শাওন নন্দী
'চাক ভাঙা মধু : মঞ্চে নেপথ্যে'	৮৩	অরুণকুমার সাঁফুই
চাক ভাঙা মধু : নাটক থেকে নাট্যে	৯৫	জয়শ্রী রায়
স্মৃতি দূরবীনে - 'চাক ভাঙা মধু'	৯৮	মীনাক্ষী সিংহ
চাক ভাঙা মধু : সংলাপের দর্পণে	১০১	স্বপন কুমার আশ
'চাক ভাঙা মধু' : সংলাপের ভাষা	১০৭	লায়েক আলি খান
চাক ভাঙা মধু : প্রত্যাঘাতের পদাবলী	১১২	সুরঞ্জন মিদ্দে
নাট্যসমালোচনার প্রেক্ষিতে চাক ভাঙা মধু	১২০	মনোজ ভোজ

❑ **চরিত্রচিত্রণ** (১২৫ - ১৬৪)

বাদামি চরিত্র	১২৫	জয়শ্রী রায়
দাক্ষায়ণী : ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন গদ্যে	১৩১	স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
অঘোর : শ্বাপদের চেয়ে হিংস্র	১৩৭	স্বপন কুমার আশ
মাতলা—এক লড়াকু মানুষ	১৪১	সোমা ভদ্র রায়
প্রান্তিকতার নিজস্ব আলোকিত মাত্রা ও 'জটা' বৃত্তান্ত	১৪৬	নির্মাল্য মণ্ডল
সমাজ-বাস্তবতার গণিতের ছকে শঙ্কর চরিত্র	১৫৪	টুনু রানী বেরা
চাক ভাঙা মধু : প্রান্তজনের কথা	১৬১	অভিজিৎ বিশ্বাস

❑ **সাক্ষাৎকার : জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বের** (১৬৫ - ১৯৯)

সাক্ষাৎকার — মায়া ঘোষ	১৬৭
সাক্ষাৎকার — অশোক মুখোপাধ্যায়	১৭৩
সাক্ষাৎকার — বিভাস চক্রবর্তী	১৮৬
সাক্ষাৎকার — মনোজ মিত্র	১৯৩
লেখক পরিচিতি	২০০

বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ...মনোজ মিত্রের সৃষ্টিকথা

বনানী চক্রবর্তী

"প্যারহাসিয়াস সগর্বে জানালেন ঐ তারা বসানো আকাশখানা ছেলেবেলা থেকে এতোকাল বয়ে বেড়িয়ে তবে এই ছবিটা আঁকলাম, আঁকতে পারলাম।"

'ঠিক এতগুলোই তারা ছিল সে দিন?' 'গলায় সবটুকু জোর ঢেলে চিত্রকর বলে, ঠিক এতগুলো বলব না! তবে বেশিও না, কমও না।'

'সাত সকালে অযাচিত প্রশংসা। হাতের তুলি নামিয়ে রেখে চিত্রকর তক্ষুনি ছুটে এল : জানো সক্রেটিশ, পাহাড় টা আমি একবারই দেখেছি, সেই ছোটবেলায়। শুধু দেখা নয়, পায়ে পায়ে টপকেও ছিলাম। — বাহ! একগাল হাসি ভোরের অনাহূত অতিথির : আহা, রোদ ঝলমল পাহাড়ের বুকে আঁকাবাঁকা নদীটি! নিশ্চয় পায়ে পায়ে নদীটিও পার হয়েছিল?

.... নদীটি পেয়েছিলাম আর এক জায়গায় আর এক সময়। আমি শুধু নদীটাকে সেখান থেকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছি।' ভালো হয়নি বলো—

বাব্বা! "আসলের চেয়ে নকলে বেশি খুলল।"

'নাটক নিয়ে কথাবার্তা' বইটিতে মনোজ মিত্রের লেখা স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' রচনাটি সাহিত্য কি বোঝাতে গিয়ে কতবার আলোচনা করেছি, আজ কলম নিয়ে বসে মনোজ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য রচনার ধরন ধারণের কথা বলতে গিয়েই সেই কথাই মনে পড়ল।

আমরা যা দেখিনি তা কল্পনাও করতে পারি না। যে-কোনো ছবি রঙ তুলি কলম আমার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কথাই বলে। লেখক তাঁর ভেতরের অনুভূতি দিয়ে শুধু তাকে জারিত করেন, সত্যের কাছাকাছি সাহিত্যিক সত্যে পরিণত করেন— এইটুকু। পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, তারাভরা আকাশ ঠিক যতটুকু একটি নিটোল অনুভূতিকে প্রকাশ' করতে প্রয়োজন, সিন্দুক খুলে শুধু সেটুকুই বার করে নেন। এই নেওয়া সার্থক হয়ে ওঠে শিল্পীর জীবন দর্শন, জীবনবোধ, বিশ্ব দর্শনের মেঘ ও মননের উপর। সেখানেই জীবন থেকে বড় কোনো ঘটনা কাহিনী জীবনে কাছাকাছি পৌঁছে যায়। 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' লেখকের 'গল্প না' লেখবার সূতিকাগৃহ বলবো, নাকি একটি টুকরো অনুভূতি বলবো, সে বিচার থাক — 'গল্প না'-এর ভূমিকায়ও লেখক এই অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন বলি। শুরু করেছেন জীবনের ছবি আঁকতে সাহিত্যের আড়াল ছেড়ে জীবনের মুখোমুখি সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে।

অবিভক্ত বাংলার খুলনা যশোর এপার বাংলার বসিরহাট টাকি দন্ডীর হাট ভৌগোলিক এবং জলবায়ুগত মিল রয়েছে আমরা জানি, মনোজ ১৯৩৮, ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের খুলনার ধুলাহর গ্রামে জন্মেছেন যথেষ্ট সম্পন্ন পরিবারে। সম্পদ এবং অতিথি তখনকার পরিবারগুলির অলঙ্কার ছিল। মিত্র পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রপিতামহ যাদবচন্দ্র অতিথি বৎসল মিশুকে

মানুষ। তাঁর কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্‌। এসো জন বসো জন নিয়ে ভালোই দিন কাটত পরিবারগুলির। সুজলা সুফলা জমি, অনায়াস ফসল শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন চর্যায় অভ্যস্ত করে রেখেছিল বাংলার মানুষকে।

যাদবচন্দ্রের প্রথম পুত্র অন্নদাচরণ ছিলেন কিছুটা গম্ভীর আত্মমগ্ন মানুষ। তবে তাঁর স্ত্রী হেম নলিনী দেবীর মনোজ মিত্রের ঠাকুমা সংসারকে সর্বার্থে মাথায় করে রেখেছিলেন। তাঁর খামখেয়ালিপনায় বাধ সাধার মতো কেউই ছিলো না। এমনকি অন্নদাচরণকে অন্যরা সমীহ করে চললেও—

> "হেম নলিনীর কাছে একরত্তিও ভারিক্কি ওজনদার ঠেকে না, নেহাতই রোগা পাতলা লাজুক প্রকৃতির মানুষ।"

'কুকরালির টরটরে টগবগে মেয়েটা' বাপের বাড়ি গিয়ে কার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে। সংসারে স্বজন বলতে দু'জন— অন্নদাচরণের দিদি তাপসী আর ভাগ্যহীনা বউদিদি সরসী। অন্নদাচরণের অগ্রজ 'প্রচন্ড পুরুষ' চন্ডীচরণ প্রায়ই নিরুদ্দেশ হতো। অন্নদাচরণের দিদি তাপসীর স্বামী মাঝে মাঝে ফিরতেন কখনো 'কাপ্তেন' কখনও 'নির্ঘাত ভিখারির বেশে।' ভবঘুরে স্বামীর কারণে তারও মনে শান্তি ছিলো না একরকম। আফিম হয়েছিল সঙ্গী। এই দু'জন নারীর মাঝখানে হেমনলিনী ছিলেন তপ্তকাঞ্চন বর্ণ এবং প্রসাধন প্রিয়। হেমনলিনীর বিয়েতে তাঁর উকিল কাকাবাবু উপহার দিয়েছিলেন একটি বেলজিয়াম কাঁচের 'দশাশই আয়না।'

আয়নার মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ত হেমের সমস্ত শরীরে। বেজায় বেরসিক, স্বামীর কটাক্ষ সাময়িক দাগ কাটলেও দীর্ঘস্থায়ী জীবন তৃষ্ণা হরণ করে নিতে পারেনি।

এসব ঘটনা গল্প না সত্যি, যে সত্যি হয়ত সময়ের সঙ্গে পালিশ হয়েছে, পলেস্তারা পড়েছে— অতিরঞ্জিত হওয়া তো জীবনেরই ধর্ম, এক মুখ থেকে অন্য মুখে মায় কলমে এলে। লেখক মনোজ মিত্র জানিয়েছেন—

> "এ কাহিনি দন্ডিরহাটের বাড়িতে ঠাকুমার নিজের মুখে শোনা। তার বাল্য বিবাহের কথা রোগজীর্ণ অন্নদাচরণ সন্ধ্যেবেলায় আধো চোখে আধো ঘুমে শুয়েছিল। তার জীর্ণ শরীরে হাত বুলাতে বুলাতে ফোকলা গালে বুড়ির সে কী হাসি।"

অন্নদাচরণের তিন পুত্র। অশোককুমার ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অশোক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সম্পত্তির উপর নির্ভর না করে শালিশি আদালতে চাকরি নেন বিচারপতি পদে। ফলে ছিল বদলির চাকরি।

অশোক কুমার রাধারাণীর তিন পুত্র ও এক কন্যা— মনোজ, উদয়ন, অমর ও অপর্ণা। মনোজ মিত্র শৈশবের বেশ কিছু বছর বাবার সঙ্গে ঘুরে না বেড়িয়ে থাকতেন ধুলাহরেই ঠাকুমা দাদুর কাছে। আট বছর ধুলাহরে কাটানোর পর ১৯৪৫-এ সিরাজগঞ্জে বাবার কর্মস্থলে যান মনোজ। আমরা যদি ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের কথা ভাবি— তাহলে বলতেই হয় শৈশব থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ছাপ পাকা হয়ে পড়ে যায় শিশুর মনে। মনোজও তার ব্যতিক্রম নন। মনোজ নিজেও তা বলেছেন—

সাক্ষাৎকারে

শামীম রেজা

9789845101936

সাক্ষাৎকারে শামীম রেজা
প্রকাশ : ৮ মার্চ ২০২১
স্বত্ব : সম্পাদক পর্ষদ
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪
বাংলাবাজার শাখা
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
শাহবাগ শাখা
৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৩৫০৮৭, ০১৭০০৫৮০৯২৯
কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)
পরিবেশক
কাগজ প্রকাশন, বাড়ি-৮৫, রোড-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
মূল্য : ২৫০.০০
প্রচ্ছদ : শাহজাহান বিকাশের আঁকা প্রতিকৃতি অবলম্বনে মোস্তাফিজ কারিগর

SAKKHATKARE SHAMIM REZA
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd floor)
Dhaka 1100, Phone : 9581942, 01706893210
Published : 8 March 2021
Price : Tk. 250.00, $ 15
Email : info@kathaprokash.com, Web : www.kathaprokash.com

ISBN : 978 984 510 193 6

ঘরে বসে কথাপ্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/kathaprokash; Hotline 16297

সূচিপত্র

ভাষা জনগণের সম্পদ, আর এই সম্পদের অভিভাবক কবি ▪ ১১
বিভাস রায়চৌধুরী ও কবি শামীম রেজার কথোপকথন ▪ ৪৩
কথোপকথনে শামীম রেজা ও মাসুদুজ্জামান ▪ ৬৬
আমরা মিথ, পুরাণ, লোকজ সম্পদটাকেই আত্মীকরণ করলাম ▪ ৯৪
শামীম রেজার সঙ্গে আলাপ ▪ ১০১
কবিতায় অধরাকে ধরতে চাই, ধরাকে অধরা করতে চাই ▪ ১২৮
ভাষা নিয়ত অন্তস্রোতে পরিবর্তনশীল যা কিনা স্বপ্নদ্রষ্টা একজন কবিই
তার পাল্‌স ধরতে পারেন ▪ ১৩৬
সুবর্ণনগর হলো আমার এই ব-দ্বীপ ▪ ১৪৫
শামীম রেজার সাক্ষাৎকার ▪ ১৬৩

শামীম রেজার সঙ্গে আলাপ

সম্পর্ককে আমি লালন করি, তা গড়ার ব্যাপারে সময় দেই। প্রেম হোক, ভালোবাসার সম্পর্ক হোক বা বন্ধুত্ব হোক। আমি এখানে সম্মানের জায়গাটা প্রথমে রেখে বলি

বনানী চক্রবর্তী : নমস্কার। আজকে 'কবির জন্ম, কবিতার জন্ম' অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এসে পৌঁছেছি আমরা। আজকের অতিথি কবি শামীম রেজা। শামীমকে আমরা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সকলেই আমাদের বলে জানি। কারণ, এমন ভাবে আমাদের সাথে কবি শামীম রেজা জড়িয়ে আছেন যে আমরা দেশ আলাদা করে তাকে দেখতে চাই না। তবুও আজ বলতে হবে 'শামীম আমাদের বাংলাদেশের বন্ধু।' বাংলাদেশ-ভারতবর্ষ যেখানেই বাংলাচর্চা হচ্ছে সেখানেই শামীম রেজার কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন রাখে না। তারপরও 'তাবিকে'র পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিকে পরিচয় করিয়ে দেবো। কবি শামীম রেজা অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক। তিনি নানান সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সকলের বন্ধু। পাশাপাশি তার কবিসত্তা একেবারে স্বতন্ত্রভাবে জাজ্বল্যমান। এই মৌলিক স্বরই তাকে চিনিয়ে দেওয়ার একটি বড় জায়গা। এই জায়গাটাই আমরা আবিষ্কার করতে চাইব। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাককথনে বলেছিলাম, 'কবি রে পাবে না কবির জীবনচরিতে।' আমরা মনে করি না এটি যথার্থ। কবিকে কবির জীবনচরিতের মধ্যে পাওয়া যায়, তাই 'তাবিক' আবার নতুন করে 'কবির জন্ম, কবিতার জন্ম'-এর মধ্য দিয়ে তার কাব্যভুবনকে খুঁজতে চেষ্টা করছে। কবি শামীম রেজার বাকি পরিচয়পর্বে আমার মনে হয় তার কবিতার মধ্য দিয়েই প্রবেশ করাই ভালো।

তার কবিতার বই 'নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে' থেকে পড়ছি। যেটির প্রথম প্রকাশ ২০০৪-এ।

আমি আর ঈশ্বর

আমি আর আমার ঈশ্বর নগ্নবুকে কোলাকুলি শেষে
ঘুমোতে যাই, একই ঘরে একই খাটে, একই বিছনায়।

ঈশ্বর নাক ডেকে ঘুমায়, আমি অভিমানী মৃত্যুর
পায়চারি দেখি, উৎস খুঁজি না তার; তেত্রিশবার ছায়া
পড়ে চোখে, শুঁড়িখানা চিনি না বলে ভাবহীন রাতের
গল্প শোনায় সে, বর্ষায় ঝাপসা চাঁদের ঠোঁট, জলঝিঁঝির
ডাক, সব কিছু কেনা যায়! এমন-কি বিকৃত অধিকার।
এমনি করে একটি নীরস রাতের অন্তেষ্টি্য শেষে, একটি
নিথর দিনের জন্ম লয় কিংবা মৃত্যু হয়। ভ্রূণ-জন্ম
থেকে দেখেছি আমার ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন ঈশ্বর যেন
শিবের ত্রিশূলে-গাঁথা নিরীহ শিকার।

এই কবিতার মধ্য দিয়েই আমরা শামীমকে চিনতে পারছি। তার কাছে ঈশ্বর, তারই পাশে ঘুমানো, তার মতোই রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত। এই যে শিবের ত্রিশূল, আমাদের সময়ের ত্রিশূল, আমাদের এই সময়ের যন্ত্রণার ধারক-বাহক।

যেহেতু শামীম আমাদের বন্ধু, তুমি করেই বলব। শামীম, তুমি এই কবিতা ২০০৪ এ লিখছ, তার যে জায়গায় আমি আসব তার আগে একটুখানি তোমাকেই তুমি চেনাবে, কারণ আমরা এখানে যেভাবে আয়োজন করেছি, আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিন কবি সুধীর দত্ত এসেছিলেন। আমরা কবিকে তার কবিতাপাঠ করতে বলি না। আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাই কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে। আর কবি তার প্রত্যেকটি পাপড়িকে উন্মোচন করবার মতো করে তার নিজের কথা বলতে থাকেন। প্রত্যেকটি দল যেন খুলতে থাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে। আমি জানি তুমি তোমার অন্যান্য প্রোগ্রামে আমরা দেখেছি এই সময়ে ভীষণভাবে সংকটময় সময়ের মধ্যদিয়ে আমরা যাচ্ছি। অনেক প্রোগ্রামে তুমি তোমার নিজের ছোটবেলা থেকে বলেছ, কিভাবে তুমি কবিতায় এসেছিলে? কিভাবে তুমি বিজ্ঞান পড়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে ছোটবেলা থেকে একটা সংকল্প যেন চারাগাছের মতো ভিতরে উপ্ত হয়ে গেল যে, তোমাকে কবিই হতে হবে। যেন এটা নিয়তি, এটা নেমোসিসের মতো। সেকথা আগেই শুনেছি তবুও আমরা আরেকবার শুনব। তোমার শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন। এই চলার পথে দু-চারটি কথা শুনব। তার মধ্যে থেকে তোমাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব।

শামীম রেজা : শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ জানাই তাবিক পরিবারকে। এই মহামারির সময় যে নিশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে। যেকথাগুলো বলা হলো আমার বন্ধু কবি সৌমনা দাশগুপ্ত তার সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই জানি না। তাবিক পরিবারের সকলের সম্পর্কে বলতে পারব না, তাই আমার এই তিন বন্ধু সম্পর্কে বলে নেই। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমন সুন্দর আয়োজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য, আবার এক ধরনের পরীক্ষাও মনে হচ্ছে আমার। কবি

বৃষ্টি সময় অন্তরে

বনানী চক্রবর্তী

কিশোরবেলা, জেগে ওঠা মন কেমন, যেন কার তুলির টানে চাপ চাপ বিষণ্ণতার মেঘ হয়ে যায়, আকাশ ছেয়ে ফেলে। নিজেই নিজের হাত ধরে যে শহর, যে জনপদ একটু একটু করে চেনা হল, কে যেন হঠাৎ বলে, যাও; ব্যথার দিনলিপি বাতাসের কোথায় যেন জমে থাকে, ঘনীভূত হয়, টোকা দিলেই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। আবার কখনও অভিযোগের রংগুলো জমাট কালোই যেন। নিজেকে নিজে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠা একা শিমূলগাছ। সব রং চলে গেল। চলে যাওয়ার স্মৃতি সময় অন্তরে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে কখনো-কখনো।

BRISHTI SOMOY ANTORE
A COLLECTION OF BENGALI POEMS
BY BANANI CHAKRABORTY
RS. 200 $ 7

AVAILABLE ON WWW.DOKANDAR.IN

ISBN 9789391869441

বৃষ্টি সময় অন্তরে

বনানী চক্রবর্তী

অভিযান পাবলিশার্স

Bristi Samay Antare
A collection of Bengali poems
by Banani Chakraborty

© আনন্দী ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে মারুফ হোসেন কর্তৃক ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত
দূরভাষ : + ৯১৮০১৭০৯০৬৫৫
e-mail : abhijankolkata@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস : প্রিন্ট ম্যাক্স
প্রুফ সংশোধন : তাপসকুমার রায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মাজি অফসেট
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেক্ট্রনিক্স
বাঁধাই : প্রিয়া বুক বাইন্ডার্স

বিক্রয়কেন্দ্র
অভিযান বুক সেন্টার, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
চয়নিকা (সাঁইথিয়া), মুক্তধারা (দিল্লি), বাতিঘর (বাংলাদেশ)
Online available on : www.dokandar.in

ISBN : 978-93-91869-44-1

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস

₹ ২০০

১

ফেলে আসা দিন শুধু, ফেলে আসা রাত নেই
আমাদের মাঝে... জীবন অনন্ত তাই, এ পৃথিবী ফেলে
দেওয়া সব কিছু জমা করে রাখে... বর্জ্য অবর্জ্যের মতো
স্তূপ স্তূপ শুকনো কিংবা ভিজে যাওয়া মুহূর্ত যত,
তোরেই রে উপহার দেব বলে আলমারির ভাঁজে ভাঁজে
লুকিয়ে রেখেছি...
সময় অক্ষয়, তাই ক্ষয়ে যাওয়া গুঁড়োগুলো আজও
রোজ প্রাণপণে দু-হাতে কুড়োই...লাল হয়ে জমে থাকা
কাগজের কোণে কোণে জমানো সে গল্পকথা
সে যে শুধু আমাদেরই জানা হয়ে আছে... যে কথা বলিনি
আগে, তোরও হয়তো কোনো বলবার কারণ ঘটেনি, নিতান্তই
নিষ্প্রয়োজন কিছু শব্দবন্ধের ঘেরাটোপ কেনই বা ছেয়ে দেবে, ভেবে
বুঝি তুই আমি নিশ্চুপে থেকেছি আবারও... যেভাবে সেদিন
নিঝুম দুপুরবেলা পাশাপাশি দুটো সোফা বলেছে অনেক কথা,
আজ তার কোনো চিহ্ন আছে নাকি জানবার লোভ কী অন্যায়...
বারবার যে কথার কম্পমান ভূমি ছুঁয়ে
ধ্বংসের মুখোমুখি খাদের কিনারেই বাস করে আছি আজও আমি,
এবার যে একবার না বলে উপায় নেই তোরে, বলব এবার...তোর যে
পরিণীতা শরীর ছুঁয়েছে শুধু, যে গোপন সুড়ঙ্গপথে
আমি জেগে আছি, সে পথের সন্ধান পায়নি রে সে,
এ বিশ্বাসে আজও বেঁচে আছি...

[২৯. ০৬. ১৭]

২

যা চাওয়ার পাওয়া হয়ে গেছে... এক জীবনের
মাঝে কত চাই আর কী কী পেলে খুশি হওয়া যায়,
সে কথার ঘুলঘুলি বন্ধ করেছি... একই
সমে একই তালে জীবন বেঁধেছি...
সাড়ে পাঁচটার হুইসেল, রুটির সন্ধানে ঠেলে দেবে, ঘামে
ভেজা আঁচলের গন্ধ শুধু সন্তানই পায়
ধরে নিয়ে, সেই সে অপরিবর্তনীয় সুখগুলো এই দেখ ওড়নায়
বেঁধে বসে আছি...
সকাল হলেই জুতো মোজা টাই লেসে যে আমায় ভুলে
থাকে, তারে আমি খুঁজতে যাব না...চেয়ারের সমুখেতে
উৎসুক চোখগুলো, জমানো ফাইল কাচের গ্লাসের ওই
আধখানা জলের মাঝখানে আমি নেই... আমি নেই
আটশো স্কয়্যার ফিটের ধুলো জমা আনাচে-কানাচে...
পুরোনো আসবাব বেমানান হয়ে গেছে নতুন ঠিকানায়,
সোফাও পুরোনো ছেঁড়া সেকেলে প্যাটার্ন... নতুন রান্নাঘরে
নতুন স্বাদের পদ তোর আজ একান্ত অভ্যেস...
আমিও অভ্যেস মতো স্বামী-সন্তানের মুখে চুমু খাই, গরম
কপালে হাত ছুঁয়ে বুঝে নিতে চাই, প্রয়োজনে কতটুকু এই
আমি পাশে যেতে পারি...একটু একটু করে আসবাবে
আসবাবে শূন্যস্থান ভরতি করে দিই নিয়মিত...
দিন যায় বছর ফুরায়, প্রেম ঘাম বিদ্বেষের মাঝখানে
শূন্য দিঘির জন্ম হয়... মর্যাদা-অমর্যাদা শব্দগুলো
পরিযায়ী পাখি হয়ে যে-যাহার ঘরে ফিরে গেছে তাই,
আজ শুধু শূন্য জলাশয়...

[৩০. ০৬. ২০১৭]

এই মাটি ছুঁয়ে আছি

দুই বাংলার কবিতা সংগ্রহ

সম্পাদনা

বিশ্বনাথ মাঝি

সুলতানা নাজনিন

পারাপার

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে–
থাকুক গে পাহারা।

দুয়ারে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুই বাংলা মিলিত হোক
কারুলিপির বন্ধনে

ISBN 978-93-93841-37-7
9 789393 841377
www.karulipi.com

এই মাটি ছুঁয়ে আছি

দুই বাংলার কবিতা সংগ্রহ

সম্পাদনা
বিশ্বনাথ মাঝি
সুলতানা নাজনিন

কারুকলিপি

EI MATI CHUNYE ACHI

A Collection of Poems of Bangladesh &
West Bengal in Bengali Language
Edited by Biswanath Majhi & Sultana Najnin

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০২৩

ISBN : 978-93-93841-37-7

স্বত্ত্বাধিকারী © লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই পুনরুৎপাদন কিংবা পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

প্রচ্ছদ

চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

অলঙ্করণ

গগন ডিটিপি সেন্টার

প্রকাশক

কারুলিপি

প্রযত্নে, *পত্রপাঠ*

১০বি, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

চলভাষ : ৮৩৩৪৯২৭৮৯১/৮০১৬১০০৯৮৫

Whats app/Telegram : 9903192443

e-mail : karulipipublication@gmail.com

www.karulipi.com

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ

কারুলিপি

৪৩ বি, উল্টোডাঙা রোড, কলকাতা-৭০০০০৪

চলভাষ : ৮৩৩৪৯২৭৮৯১

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর (কলকাতা), বাতিঘর (বাংলাদেশ)

₹ ২০০

এপার বাংলার কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৬১,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৬২, শঙ্খ ঘোষ ৬৩,
মণীন্দ্র গুপ্ত ৬৪, শ্যামলকান্তি দাশ ৬৫, জয় গোস্বামী ৬৬,
পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ৬৭, অনন্ত দাশ ৬৮, পঙ্কজ মান্না ৬৯,
উমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১, বিনায়ক
বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২, কুমার বীর সিংহ মার্তণ্ড ৭৩, শিখা গুহ রায় ৭৫,
বিপ্লবী চে গুয়েভারা'র কবিতা ৭৬, বান্ড সিবান্ড ৭৮, শেনিল যন্নিগ্রহী ৭৯,
সোমা চক্রবর্তী ৮১, অপূর্ব শীট ৮২, শেখর ঘোষ ৮৩, বাসব রায় ৮৪, মলয়
বাগচী ৮৫, মনোজ ভৌমিক ৮৬, রজত পুরকায়স্থ ৮৭, আল্পনা মিত্র ৮৮,
প্রবীর ভদ্র ৮৯, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৯০, দেবাশীষ চক্রবর্তী ৯২, অমিতাভ
মিত্র ৯৩, কবিতা হালদার (উপমা) ৯৪, বিদ্যুৎ কুমার ব্যানার্জী ৯৫,
তাপস কুমার দে ৯৬, মলয় রায় ৯৭, দুর্বার (জয়ন্ত ব্যানার্জী) ৯৯,
ঋত্বিক ১০০, মৌসুমী মিত্র ১০১, অবশেষ দাস ১০২,
বনানী চক্রবর্তী ১০৩, সৌমিত বসু ১০৪,
বাদল মাঝি ১০৫, অনুপকুমার
আচার্য ১০৬,
আবদুল বাসার খান ১০৮,
ব্রজেন্দ্রনাথ ধর ১০৯, সুধাংশুরঞ্জন সাহা ১১০,
অমিত কাশ্যপ ১১১, কাশীনাথ মণ্ডল ১১২, তাপস মজুমদার ১১৩,
আবদুল বাসার খান ১১৫, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৬, ভীম ঘোষ ১১৭, দীপক
বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮, দীপক মান্না ১১৯, বিভাস রায়চৌধুরী ১২০, অনির্বাণ মন্ডল
১২১, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ১২২, অমলেন্দুবিকাশ দাস ১২৩, ক্ষিতীশ ঘোষাল ১২৪,
বিশ্বনাথ মাঝি ১২৫, সৌরভ মণ্ডল ১২৬, অমিতাভ রায় ১২৮, স্বপনকুমার মান্না
১২৯, মানস চক্রবর্তী ১৩০, বসন্ত পরামাণিক ১৩১, শীলা ঘটক ১৩২

বনানী চক্রবর্তী

গুণসূঁচ

আমি তো বলিনি কিছুই... গুণ সূঁচে বস্তা সেলাই করে যাবতীয় শস্য ভরে বাতিল কাগজ টিন... যুদ্ধ সরঞ্জাম... বলেছো বারংবার এই মুখে ভাষাহীন হও... এক স্তনে দুগ্ধহীন ছলাকলা অন্যপক্ষে দুধের বন্যা বহাও... নাকে কানে বহুছিদ্র করে দিয়ে ছিদ্র বন্ধ প্রক্রিয়ায় সায় দিয়ে, অনুগত সারমেয় তোমার আমি যে পাতের হাড়ের থেকে রস চুষে চুষে তৃপ্তি খুঁজেছি... আমি যে বলিনি কিছুই, সে কথার উত্থাপন এখনো কি সমীচীন হবে ভেবে গলা বুজে যায়; তাই সেই কথা থাক... আমার শরীর জুড়ে ডোরাকাটা দাগগুলো জঙ্গলের উপযুক্ত হয়নি এখনো... গোপন ভাষায় আজও জলদস্যু হানা দিয়ে যায়... অভিমান হিংসা রাগে লোহার শেকল... বাসর ঘরের মাঝে ছিদ্র করে জল হাওয়া কালসাপ কোথায় কোথায়... তোমাদের প্রতি গলি জনপদ বহুকাল ধরে চলা বর্গীহানার কথা শান্ত গলায় দেখি শুনিয়ে চলেছে কলের গানের মতো, সত্য নতুন করে নির্মাণের মতো করে গেঁথে দিয়ে গেছে এই দেওয়ালে দেওয়ালে... আমি শুধু সায় দিলে গোল মিটে যায় যদি, তাই দিতে হবে... আমার মুখের থেকে মাংস খসে খসে দাঁত জিভ তালু মূর্খা মুক্ত হয়ে গেলে,তখন আবার দেখা যাবে...

মহাকালের তর্জনী

বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবকে
নিবেদিত
কবিতা

সম্পাদনা

কামাল চৌধুরী

বাংলার কবি, গীতিকার, সাহিত্যিকদের মনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবসময়ই জাগরূক থেকেছেন। কিন্তু পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এমন সব সময়ও এই জনপদে এসেছে যখন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করাও ছিল অপরাধ। সেই প্রতিকূল সময়েও কবিরা নীরব থাকেননি, কেননা বিদ্রোহ কবির মজ্জাগত, তখনও তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। কেউ সরাসরি বলেছেন, কেউ আশ্রয় নিয়েছেন প্রতীক ও রূপকের। *মহাকালের তর্জনী: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত কবিতা* সংকলনটি অনন্য হয়ে উঠেছে নানা সময়ে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে রচিত কবিতাগুলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ দুই মলাটের মাঝে ধারণ করবার মধ্য দিয়ে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিতা শুধু নয়, দুই বাংলার কবিদের কবিতার সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে। দুই বাংলার জনপ্রিয় কবিদের বহুল পঠিত কবিতার পাশাপাশি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রচিত নতুন কবিতাও স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। আবৃত্তি উপযোগী কবিতা যেমন আছে এইখানে, তেমনি আছে হৃদয়-গভীরে নীরবে উপলব্ধি করবার মতো ধ্যানমগ্ন কবিতাও। শতাধিক কবিতাসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্বকে খুঁজে পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় বাঙালি জাতির ইতিহাসের নানান সময়ের স্পন্দনকে। কবি কামাল চৌধুরী এই কবিতার সংকলনটি সম্পাদনার সময়ে কবিতা হয়ে ওঠাকেই যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যবহুল ভূমিকায় প্রয়াস চালিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ্য করে বাংলা কবিতার যাত্রাপথটিকে চিহ্নিত করতে।

ISBN 978 984 506 343 2
9 789845 063432

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
৭৪/বি/১, গ্রিন রোড
আরএইচ হোম সেন্টার (তৃতীয় তলা), সুইট #২২৪-২৩৯
তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮০২) ৪৪৮১৫২৮৮, ৪৪৮১৫২৮৯
মোবাইল: (+৮৮০) ১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব © কামাল চৌধুরী

বইয়ের সকল স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বইয়ের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশকের অনুমোদন ব্যতীত পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা আইনত নিষিদ্ধ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সব্যসাচী হাজরা

বইয়ের xxix এবং ২৪৯ নং পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত চিত্রকর্ম দুটি শিল্পী মাসুক হেলালের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

ISBN 978 984 506 343 2

প্রকাশক: মাহ্রুখ মহিউদ্দীন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৭৪/বি/১, গ্রিন রোড, আরএইচ হোম সেন্টার (তৃতীয় তলা), সুইট#২২৪-২৩৯ তেজগাঁও, ঢাকা। কম্পিউটার ডিজাইন: অমল দাস। মুদ্রণ: খড়িমাটি অ্যাড.কম, ৩১ কলাবাগান (৩য় তলা), ১ম লেন, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ।

Mohakaler Torjoni: Bangabandhu Sheikh Mujibke Nibedito Kobita, published in 2022 by The University Press Limited, 74/B/1, Green Road, RH Home Centre, Tejgaon, Dhaka 1215, Bangladesh.

আনিসুল হক (৪ঠা মার্চ ১৯৬৫–)	: ৩২ নম্বর মেঘের ওপারে	১৯২
তারিক সুজাত (১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫–)	: মাতৃভূমি, কী যেন তোমার নাম ছিল?	১৯৫
অনিকেত শামীম (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬–)	: একজন গডোর প্রতীক্ষায়	১৯৭
সেবন্তী ঘোষ (১৯শে মার্চ ১৯৬৭–)	: বঙ্গবন্ধু	১৯৮
হাসানআল আব্দুল্লাহ (১৪ই এপ্রিল ১৯৬৭–)	: বাংলাদেশ	১৯৯
মতিন রায়হান (২২শে জুলাই ১৯৬৭–)	: জন্মঋণ থেকে উত্থিত	২০০
হাসান মাহমুদ (২৯শে জুলাই ১৯৬৭–)	: পিতা	২০১
সরকার আমিন (২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭–)	: হাইফেনের ফাঁকে	২০২
মাহবুব কবির (২রা জুন ১৯৬৮–)	: হ্যালো...	২০৩
বিভাস রায়চৌধুরী (১লা আগস্ট ১৯৬৮–)	: উদ্বাস্তু শিবিরের ছেলে	২০৪
মিহির মুসাকী (১লা জানুয়ারি ১৯৬৯–)	: ৭ই মার্চের ভাষণের মানে	২০৫
শাহ্নাজ মুন্নী (৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯–)	: বঙ্গবন্ধু	২০৬
মুজিব ইরম (২১শে অক্টোবর ১৯৬৯–)	: মুজিব	২০৭
বনানী চক্রবর্তী (২৪শে নভেম্বর ১৯৭০–)	: বঙ্গবন্ধু	২০৮
আলফ্রেড খোকন (২৭শে জানুয়ারি ১৯৭১–)	: মনে রেখ	২০৯
কামরুজ্জামান কামু (৩১শে জানুয়ারি ১৯৭১–)	: আগস্টের কান্না	২১০
শামীম রেজা (৮ই মার্চ ১৯৭১–)	: বঙ্গবন্ধু নাকি মানচিত্র বাংলার	২১১
জফির সেতু (২১শে ডিসেম্বর ১৯৭১–)	: ওরা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, পিতা	২১৩
মন্দাক্রান্তা সেন (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২–)	: মাতৃভাষার যোদ্ধা	২১৫
টোকন ঠাকুর (১লা ডিসেম্বর ১৯৭২–)	: মহাকাব্যের ট্র্যাজেডি	২১৬
ওবায়েদ আকাশ (১৩ই জুন ১৯৭৩–)	: জন্মেছি বঙ্গবন্ধুর কালে	২১৭
মোস্তাক আহমাদ দীন (১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৪–)	: তোমার কণ্ঠস্বর	২১৮
কবি পরিচিতি		২১৯

বঙ্গবন্ধু

বনানী চক্রবর্তী

এখন সকাল...তরমুজ ফলের দেশে বহুকাল রাত্রি অমানিশা বহু লতাগুল্মদের ধ্বংস করে করে রাত ডেকে এনেছিল...ওরা যে তখন অম্লকণা দিয়ে কোনো খাদ্য রাঁধবার আয়োজন করতে পারেনি...আকাশে দারুণ মেঘ, ধানগাছ নুয়ে নুয়ে আবার নতুন কোনো চারাগাছের অঙ্গীকার কি করে কিভাবে দেবে...তরমুজ ফলের দেশে, কচি কচি ফলগুলো মাঠেতে শুকিয়ে গেছে...কোথায় ফোটনকণা, কোথায় আলোর ওই ঝর্ণা পাহাড়...সবকিছু হাওরেতে ডুবে গেছে, ফিরতে পারেনি...

একটি বৃহৎ বৃক্ষ, বঙ্গের বন্ধু সে জন, একটি রসাল বৃক্ষ, কী ভীষণ পেশির তাকত, কী ভীষণ মাতৃদুগ্ধ পান করা সবল শরীর...মেঘের আকাশ ফুঁড়ে সূর্য ছুঁয়েছে...শাখা প্রশাখায় অবিরত কুঠারের হানাহানি, আঠাল রসের মাঝে রক্ত আর কান্নার মিশেল...তবুও উঠতে হবে, আকাশ দীর্ণ করে তবুও চলতে হবে দূর বহুদূর...ডান হাত বাম হাত একে একে দুই চোখ, ওই ও সুঠাম পেশি দারুণ চৈত্রের ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় যদি, যাক...হৃদয়ে আগুন নিয়ে ও পাহাড় চূড়া ছুঁয়ে এসে মানবশৃঙ্খলে ওই তাপ, ওই ওম দিয়ে যেতে হবে...তাই চলা...অবিরাম আলোর সন্ধান...

আজও আবার আকাশে ঘনাল মেঘ, আলো কালো মেশামিশি স্মৃতিগুলো পুঁথি করে সযতনে ঘরে রাখা আছে...এবার আবার বুঝি ইতিহাস চর্চার সময় এসেছে...

100 POETS

around the world for

LOVE

An International Anthology of the 100 poets around the world for love

Edited by Shamim Shahan

100 POETS around the world for LOVE

ISBN 978-984-35-3564-1

9 789843 535641

100 Poets Aroundthe World For Love

কবি ধরণী বোস আমাকে,

[illegible]
০১ ০৩ ২০২৩

The Gronthee

100 Poets Aroundthe World For Love

Published by The Gronthee
1st Edition: January 2023

© The Editor

Editor
Shamim Shahan

Special Co-operation by
John Farndon
T M Ahmed Kaysher

Cover & Design
CM Media, London
www.cmmediauk.com

Distributor
Baatighar, Bangladesh
www.baatighar.com

Print
Chhapakanan, Sylhet

Contact
The Gronthee
84 Tait Court, London E3 5JT
info@gronthee.com
shahan06@yahoo.co.uk
www.gronthee.com

Price
Tk. 1550, £15, $20

ISBN : 978-984-35-3564-1

Content

1.	A K Sheram	15
2.	Alfred Khokon	21
3.	Alicia Minjarez Ramírez	31
4.	Alireza Abiz	39
5.	Altaf Shahnewaz	45
6.	Asad Chowdhury	51
7.	Asad Mannan	59
8.	Asok Deb	65
9.	Aysa Jhorna	69
10.	Azril Bacal	75
11.	Banani Chakraborty	81
12.	Basil Fernando	87
13.	Bengt O Björklund	93
14.	Bhisma Upreti	101
15.	Bibhas Roy Chowdhury	109
16.	Bijay Ahmed	115
17.	Carissa Finnereen	123
18.	Chanchal Ashraf	129
19.	Danijela Trajkovic	137
20.	David Lee Morgan	143
21.	David Leo Sirois	155
22.	Debasish Parashar	165
23.	Ekram Ali	173
24.	Enrique Bernales Albites	179
25.	Farid Kabir	189
26.	Freke Räihä	195
27.	Gaby Sambuccetti	201
28.	Giuseppe Mastroianni	207
29.	Goutam Guha Roy	213
30.	H.S Shivapakrash	217
31.	Habibullah Sirajee	225
32.	Hafiz Rashid Khan	233
33.	Henry Sawpon	237

BANANI CHAKRABORTY

Poet Banani Chakraborty is an Assistant Professor of Bengali Language and Literature at Vidyanagar College (Under University of Calcutta). She holds an MA, obtained a Ph D in Travelogue and has taken part in two sognificant research projects sponsored by University Grants Commission –

1.The crisis of the present era in Manoj Mitra's play.

2.The social position of senior citizen based on Manoj Mitra;s play.

Books –

1. Literary criticism on Drama Nabanna by Bijan Bhattacharya
2. Literary criticism on Drama Chandragupta by Dwijendralal Roy
3. Literary criticism on Drama Nildarpan by Dinabandhu Mitra
4. Literary criticism on Drama Devi Garjan by Bijan Bhattacharya
5. Bangla Bhraman Sahityer Roop O Rupantar

Poetry Books –

1. Chhinna Khanjanar Mato
2. Kramagato Charkar Ghran
3. Sankramito Mehagani Gachh
4. Bristi Somoy Antore

Edited books-

1. Swadhinata parabarti Bangla Nataker Gatimukh
2. Shatabarshe Bijan Bhattacharya
3. Nataker nie kathabarta

She has also written more than 20 articles on various aspects of literature.

Deciduous

I'm withdrawing… gradually I'm withdrawing myself from your flesh-shop… rows of raw flesh—headless, carrying cholesterol—glaireious, beneath their aged wombs… I've been touched by deciduous plants… I won't be suitable with drinks anymore…I'm salty like a slice of wet green coconut, I'm like fermented puffed rice hardly satisfies hunger… pregnant wind results rain… I was much desirous in my golden days… those are gone. I'll mix those memories with oil and water; hence I'll paint with magical colors…

Memento

Here goes a grand arrangement… sweetness in the air… let's not discuss on sanitation here… serious issues might condense our sweetness, those might be felt like grit in sugar… let's forget everything… rather you sit beside me… I'll leave after a little chit-chat… my words will fly far like birds… I'll be like the words whose husbands stay abroad… a black horse by the door will kill thousand mosquitoes, whipping by its tail; and if you wait… you, too, won't be spared… you can't resist… my heart is like a creeper, despite knowing all… my thoughts are shoreless… you won't recognize my gradually decaying body… look! Here's a ring…

Palace

All the words are surrounded from three sides by Water... superfluous words carry potential threat to inundate many lands...let's not stir... let's stay still...let's keep this harbor... my sweet palace stands open from three sides... there in the south-eastern wind I dip in to clouds...It's like an itching pleasure... let's not ask whether this my palace would bear much inundation... let's keep quiet...

Whirls

Rowing six oars of this leafen* boat, I'm in turmoil now, take me ashore… you promised waiting at the bank with a huge hawser… I rowed

towards a creek… but lost in the estuary… I feel whirls in my eyes… Are they everywhere?... Do you, too, feel the whirls?... Gripping the mane of a black horse, you're running ceaselessly… Hold on for once… Look back… You'll feel the breath of someone looted, somewhere within all these lies archeology unrevealed… When your morion will be felt heavy to you, will my pen be the same to me?...

The Fairytales

Wind swirls... emerges water out of nowhere... let's have some chitchats... tell me stories of butter and fire... I am waiting... Night after night I've kept myself awake and heard many fairytales... I've seen many fairytales... There I want to reach... I've worn a crown of bewilderment today... as if a fragile crown of puzzle... I'll deposit it to an honest sailor, and fly across the borders... I'll scribe the tales of fallen leaves, I'll gift you all those... Could you promise me giving an olive leaf? ...

The Uncouth Memories

You must face the uncouth memories when words slack... me too tired of those... never could I educe my pains out of my heart... Never could I perceive your desires...You too desire for yielding love, I know now... Then let it be, then close all the doors and windows...

The Dip

The ground at my feet has not been solid yet lacking water... furtively I'm heading towards my home...There may stand some water, I know, still I'm heading... It's time to know the home... It's time to know myself... Someone promised me care, so I had walked on grits, barefooted... His train finds station today.

Obedient Gold Pollens

My touches are not warm today... Pollens fly in the air; who knows how long you'll get the pleasure of a peasant... Insects fly around; they're like

me... All these stone idols, clove creeper will ruin someday... Call them one by one... They'll listen to you... One day they'll return to their homes, being abominated... But I'll be there... I will be staring at those eyes, full yet blank... O the obedient gold pollens! Your leaves have got eclipse today.

Numbers

Procession of death... game of fate... Let them remain as they were... You better tell about ourselves... We too have experienced life, like all the others... time and again over the ages... Why are you upset today?... Why there whirl anxiety and suspense between your fingers? ... Let's keep aside all our confusions... The boat is full with passengers now-a-days... It's the time of northwester; you know... we're nothing but mere numbers to this earth... Whence you too consider me a number, I've been standing imbalanced...

The Crescent

Let's cautiously walk between truths and lies... Who knows how much our life will give us... Who knows how far to walk... I won't care whether you hold me during storms... I have floated through myriad ports and channels, and now want to float there again... The gossips around the ports may become a crescent crown, who knows! ... Let's walk along the path where from all the pandemics have gone... Let's gather the corpses... Let's turn off all the anxious eyes...

Sky lamp

A long way, high and low, I have walked, no more I can, rather recall. You promised a lamp in your sky. Snowflakes covered all the sloppy hill tracts. Monsoon starts now, yet more to come. You promised walking beside me, along the taro plants. You promised touching the warm stove, beside a closed hut. Let's not walk over the coiled dog-tail, after all I'm human being, you're my human God. Let's not be typical, let's try something fresh, you promised ushering good days.

I see your room remain dark, snowflakes still run through the hill tracts. Still I'm helpless without you. You told me the tale of wretched children and the old, who live thanks to some real human beings. I'll be showering you with all these. But your sky holds no lamp. I'll be lost in such darkness, yet I recall you promised a lamp in your sky.

Translated by Mahbub Siddiqee

বাবলা ফুলের নাকছাবি

বনানী চক্রবর্তী

Cover Artist : Saikat Nayek

Babla Phooler Nakchhabi
A collection of Bengali Poems
by
Banani Chakraborty

Saranga Prakashani
Howrah 711 410
email : satkarni.ghosh2014@gmail.com
Mob : 8967579317 / 8346986316

9 788196 054762

বাবলা ফুলের নাকছাবি

বনানী চক্রবর্ত্তী

সারঙ্গ প্রকাশনী
হাওড়া - ৭১১ ৪১০

[এই গ্রন্থে সমস্ত কবিতার বানানের সংশোধন ও সংরক্ষণ লেখিকার। গ্রন্থের কোনোকবিতা বা অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ বা ফটোকপি করা যাবে না, সে ক্ষেত্রে প্রকাশক ওলেখিকার অনুমতি অনিবার্য]

Babla Phooler nakchhabi
A Collection of Bengali Poems
by
Banani Chakraborty

ISBN: 978-81-960547-6-2

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব: আনন্দী ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ: সৈকত নায়েক

প্রকাশক-রাখী ঘোষ কর্তৃক সারঙ্গ প্রকাশনী , পুরাশ, কানপুর,
হাওড়া ৭১১ ৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত থেকে প্রকাশিত।
কথা ০৮৩৪৬৯৮৬৩১৬
email: satkarni.ghosh2014@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস: পুরাশ সারঙ্গ
Print: Digital World. Kolkata.

মূল্য: ১২০ টাকা
Price: INR 120.00

সূচি

মহরৎ ৯ শূন্য জলাশয় ১০ ঘ্রাণ ১১ পরমহংস ১২ বাস্তু ঘুঘু ১৩ গাছজন্ম ১৪
আধুলি ১৫ চোরাবালি ১৬ ধুলোঝড় ১৭ অভিমান ১৮ সিঁদুর ১৯ মধ্যবর্তী ২০
কুলুঙ্গি ২১ জলমগ্ন গ্রাম ২২ ছড়ি ২৩ ফাঁস ২৪ কাঁসার ঘটি ২৫ দড়ি ২৬
শেষের কবিতা ২৭ সামান্য বেদনা ২৮ লাঙলের ফাল ২৯ টিলা ৩০ খাঁড়া ৩১
পাঁক ৩২ কুমকুম ৩৩ হাপু খেলা ৩৪ কাঁচা কাঠ ৩৫ কাত্‌দার ৩৬ জন্ম জরুল ৩৭
প্রৌঢ় জীবন ৩৭ পরমান্ন ৩৯ দুলে বউ ৪০ চন্দ্রাহত ৪১ ডেয়ো পিঁপড়ে ৪২
উঁইপোকা ৪৩ আকন্দ বীজ ৪৪ মাজরা পোকা ৪৫ রসের ভিয়েন ৪৬
ঈর্ষার ডিম ৪৭ আধুলি ৪৮ পঙ্গপাল ৪৯ সোনালী মাছ ৫০ পিঁড়ি ৫১ সেতু ৫২
করাত ৫৩ সজনে ফুল ৫৪ শালতরু ৫৫ হিমসাগর ৫৬ সূতিকা ৫৭ দাঁড়িপাল্লা ৫৮
পাঁকাল মাছ ৫৯ চোরকাঁটা ৬০ খোঁপা ৬১ আলেয়া ৬২ তেঁতুল পাতা ৬৩ কাছিম ৬৪

মহরৎ

কিভাবে দুধের মাঝে আলতা মিশেছে, সোনার কাঁকনখানি লজ্জায় নিভু নিভু রাত জেগে ছিলো একসাথে, সে সব নিতান্ত এক খবরে প্রকাশ আজ...প্রথম পাতায় এসে আজ আর চোখেও পড়েনা, কালো কালো অক্ষরের কালি ভাসা ভাসা চোখ, মজাপুকুরের মতো নিজেরে গুটিয়ে রেখেছে এককোণে... আমিতো আমার যাবতীয় ওই পুকুরেই চোখ বুজে ফেলে দিয়ে বসে আছি এই এককোণে...একবারো জলের ঘূর্ণি কোনো, তরঙ্গ ওঠাপড়া নজরে আনিনি...ওই জল আঁধার মানিক জ্বলা তারাদের ছায়া ধরে রাখবে কি ভাববার খাঁজে খাঁজে অভ্রদানার কুচি দৈবাৎ আলো ছলকায়...আমি সারাদিন নতুন ধানের গন্ধে পাগল হয়েই শুধু ধামা ভরে গেছি... দু'বেলা ক্ষিদের অন্ন এইসব, এইটুকু সব...কতবার ব্যঞ্জনের নুন কমবেশি; কতভাবে দাঁড়িপাল্লায় তুলেছে সেসব কথা নিতান্ত বাতুল ভাবা যাক...ওই ও সরু পথ প্রতি শীতে প্রত্যেক শীতে গোসাপের আড়াআড়ি প্রশ্নহীন বাস হয়ে যাবে, সে কথায় সোচ্চারে নিরুচ্চারে কিছু কিছু কথা ও কাহিনী আবার দেখি তুলোট কাগজে লেখার মহলা ও মহরৎ ওই ও উত্তরের বারান্দায় হলো...আর কিছু পরে শষ্য-মাঠের বুকে গহনা ছড়িয়ে সে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় দূরে চলে যাবে...আমিও তাহলে যাই, দুই হাত খালি করে যাই...

শূন্য জলাশয়

তুমি আমি কি চেয়েছি, কিইবা চাইবো আবার, কলসীতো এইভাবে খালি হয়ে গেলো...গড়িয়ে গড়িয়ে জল গেলাসে গেলাসে পান অনেক তো হলো দেখি, এখন শুধুই খরা, গভীর ও অগভীর নলকূপ কোনো জল ধরে রাখে নাই...ফেটে যাওয়া মাটির বুকের মাঝখানে এবার কি কাঁটাঝোপ, এবার কি ধু ধু বালি, শঙ্কা ও সন্দেহে গলাও কেমন দেখি কাঠ হয়ে যায়... তখন সময় ছিলো, কিছু জল চওড়া মাটির দেওয়ালে দেওয়ালে ঘিরে মাঝখানে, বাসগৃহে ঘিরে ঘিরে রেখে দেওয়া যেত কখনো কি...বারবার হেলা অবহেলা ঢেলে এভাবে শূন্য জলাশয় আর কি যে অবশেষ রেখে দেবে জানিনা গো, মজা পুকুরের মাছ মাটি লেপে কতকাল স্নিগ্ধতা নেবে, কুমীরের গা ঢাকা দেবার মতন শরীর লুকোবে, বলাতো যাবেনা কখনো... মাছের মায়ের মতো ওদেরও কি শোক তাপ কোনো নেই, শুধুই সমর্পণের কথা লেখা হবে নানা ভাবে বারবার...ওরা যে কবেই ওদের গুচ্ছডিম ভাসিয়েছে জলে, ভেসে যাক তারা...কোথায় কিভাবে যাবে ওরাও জানে না কিছু, আমিও জানিনা তোমার হাতে তালুর থেকে পড়ে যাবে কিনা এইসব জল সংক্রান্ত সব আলোচনাগুলি... কোমরের ভাঁজে ওই কলসী বসানো যত শীতল শীতল কথা কতদিন উনুনের পাশে টিঁকে থাকবে এখন বলো, জল ও আগুন যদি পাশাপাশি থাকে, তুল্যমূল্য যে কোনোদিন কখনো হবে না...

বনানী চক্রবর্তী

অলুপ্ত স্বর্ণরেণুকণা

PRICE: BDT 220 | USD 10

978-984-98864-2-6

অনুগত স্বর্ণরেণুকণা

বনানী চক্রবর্তী

কাগজ প্রকাশন

অনুগত স্বর্ণরেণুকণা
বনানী চক্রবর্তী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
কাজী শাহেদ আহমেদ
কাগজ প্রকাশন
কাগজ প্রকাশন, বাড়ি-৮৪, লেভেল-৩, রোড-৭/এ,
সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

গ্রন্থস্বত্ব
আনন্দী ভট্টাচার্য

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২-এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/book/publisher/913

ISBN: 978-984-98864-2-6

মূল্য
২২০ টাকা
US $ 10

Anugata Swarnarenukona by Banani Chakrabarty Published by Kagoj Prokashon, House-84, Level-3, Road-7/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh, First published in February 2024, Cover designed by Mostafiz Karigar, Price: Tk.220, US $ 10

সূচিপত্র

ঘূর্ণি ৯
পর্ণমোচি ১০
অভিজ্ঞান ১১
কুঙ্কুম ১২
যজ্ঞের ফল ১৩
প্রাসাদ ১৪
কচিপাতা ১৫
খঞ্জনি ১৬
রূপকথা ১৭
জ্বর ১৮
মাদল ১৯
ডুবজল ২০
স্বপ্নবাজার ২১
মাদুলি ২২
স্মৃতিভ্রংশ ২৩
থার্মোমিটার ২৪
ঘন্টাধ্বনি ২৫
মরুভূমি ২৬
দীর্ঘদেহী গাছ ২৭
অনুগত স্বর্ণরেণুকণা ২৮
প্রেমবৈচিত্ত্য ২৯
গন্ডি ৩০
মাটির প্রদীপ ৩১
বহুতল ৩২
পিঠের আঘাত ৩৩
আয়না ৩৪
কায়াহীন ৩৫
কর্পূর ৩৬
৩৭ শুশুক
৩৮ খোদাইকর
৩৯ দ্বিচক্রযান
৪০ সংখ্যা
৪১ চন্দ্রকলা
৪২ পঞ্জিকরণ
৪৩ ধ্রুবতারা
৪৪ সমুদ্র গর্জন
৪৫ মাড়াইকল
৪৬ বাঁশি
৪৭ অভিশাপ
৪৮ চোখবিদ্ধ
৪৯ নিলাম
৫০ টিকটিকি
৫১ পুনর্জন্ম
৫২ দাগ
৫৩ নামাবলী
৫৪ আঁচল
৫৫ বায়বীয়
৫৬ নটরাজ
৫৭ কুরূপা
৫৮ রঙিন মাছ
৫৯ শেষ ইচ্ছে
৬০ সমুদ্র ঝিনুক
৬১ অসুখ
৬২ জলে চল
৬৩ খোঁপা
৬৪ মর্গ

ঘূর্ণি

পাতার নৌকায় ছয় দাঁড়ে ভেসে ভেসে টালমাটাল হলাম, নোঙর করাও... বলেছিলে মস্ত এক কাছি নিয়ে তুমি পাড়ে বসে আছো... আমি খাঁড়ি বাইলাম মোহনায় দিশেহারা...আমার চোখে ঘূর্ণি লেগেছে, নাকি ঘূর্ণি আজ সর্বত্র...ঘূর্ণি কি তোমারো... কালো ঘোড়ার কেশর ধরে ছুটছো ছুটছো ছুটছো...একবার থামো, পেছনে তাকাও... এই যে মৃত মানুষের শব এই যে লুণ্ঠন পরবর্তী হাওয়া, এরমাঝে কোথাও কি প্রত্নতত্ত্ব রয়ে গেছে... তোমার শিরস্ত্রাণ ভারী হয়ে গেলে আমি পত্রলেখা বইতে পারবো তো...

পর্ণমোচি

সরে যাচ্ছি...ক্রমশ সরে যাচ্ছি তোমাদের মাংসের দোকান থেকে... সারি সারি মুন্ডহীন কাঁচা টকটকে মাংসের পেটে বয়সজনিত থলি থলি চর্বি ঝোলে শুধু... আমার মেটাবলিক রেটে পর্ণমোচি উদ্ভিদের হাওয়া লেগে গেছে... চুমুক দেওয়া পানীয়ের সঙ্গে আর যাইহোক আমায় মানায় না...নারকেলের ফালি ছোলা নুনই পাশে নিয়ে, নেতানো মুড়িই পেট ভরাবার ফন্দিফিকির...বাতাস গর্ভবতী হলে বৃষ্টি নামে...আগুন ঝরা ক্ষিদে নিয়ে বহু বসন্তই কেটে গেছে...এবার যাবতীয় ক্ষিদের স্মৃতিগুলো তেলরঙা ভুসো কালির সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে ম্যাজিক রঙের ছবি আঁকবো শুধু...